জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobanglad igital /jago_bangla www.jagobangla.in

মহার্ঘ গ্যাস

মাসের শুরুতে ফের মূল্যবৃদ্ধি ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাসের। কলকাতায় দাম বেড়েছে ১৭ টাকা। নতুন দাম ২,৯৭১ টাকা। দিল্লিতে ১০ টাকা বেড়ে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম হয়েছে ২,৮২০ টাকা। দাম বেড়েছে অন্য মেট্রো শহরগুলিতেও



দানা বেঁধেছে নিম্নচাপ

বাংলায় মুরাসুর প্রভাব পড়বে না। মেঘলা আবহাওয়ায় থাকবে অস্বস্তি। আজ থেকে পাহাড়ের পরিস্থিতি বদল। নিম্নচাপের জেরে আগামী মঙ্গলবার থেকে ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে

ব্যাপক তুষারপাত নেপালে নিখোঁজ ৬ ভারতীয় পর্যটক



যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ছাত্রীর শ্লীলতাহানি শিক্ষাকর্মীর



বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৪৮ • ২ নভেম্বর, ২০২৬ • ১৫ কার্তিক ১৪৩৩ • সোমবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 148 • JAGO BANGLA • MONDAY • 2 NOVEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA



বাংলা দখল? দিল্লি থেকে তাড়িয়ে ছাড়ব



রামলীলায় ইন্ডিয়ার মঞ্চে নেত্রীর নেতৃত্বে স্লোগান। রবিবার।

প্রতিবেদন : দিল্লির রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া জোটের মহাসমাবেশের মঞ্চ থেকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে হটানোর ডাক দিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির দ্বারা দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করা, সংবিধানকে নষ্ট করা, ভোট লুঠ করা, চাকরি লুঠ করা, মন্দির-গুরুদ্বার-মসজিদ লুঠ করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নেত্রীর গর্জন– এসআইআর করে ওরা বাংলা লুঠ করেছে, আমরা দিল্লি থেকে ওদের তাড়াব। বাংলা পরিস্থিতির শিকার। আমরা ছাড়ব না। প্রাণ যাবে কিন্তু লড়াইয়ের ময়দান ছাড়ব না। রাজনৈতিক লড়াই করে ওদের তাড়াব। এদের ভয় পেলে চলবে না। নেত্রী আওয়াজ তুললেন বিজেপি হঠাও, দেশ বাঁচাও।

এদিনের এই মেগা সমাবেশে নেত্রী নিজের বক্তব্যের শুরুতে সোনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়্গে, ফারুক আবদুল্লাহ-সহ বিরোধী নেতাদের নাম উল্লেখ করেন। তিনি সিজেপি নেতৃত্ব, জেন-জি, ছাত্র-ছাত্রী এবং তরুণ প্রজন্মের প্রতিও সংহতি প্রকাশ করেন এবং ভোট চুরির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের সমর্থন ও অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান।

লাখো জনতার উচ্ছ্বাসের মাঝে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ইন্ডিয়ার স্লোগান—সেভ ডেমোক্রেসি, সেভ ইন্ডিয়া। আমাদের আন্দোলনের

কোনও রংভেদ নেই, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আমরা সকলে এক মঞ্চে। তার সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে নতুন প্রজন্ম কিংবা সিজেপিকেও। তারাও এই লড়াইয়ের শরিক। জ্ঞানেশ কুমার এবং বিজেপিকে আক্রমণ করে নেত্রী বলেন, ভ্যানিশ কুমার বাংলায় ভোট লুঠ করেছে। আমি হারিনি, ষড়যন্ত্র করে হারানো হয়েছে। জীবন দিয়ে (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।



সমুদ্রের ঢেউ

সমুদ্রের ঢেউ কখন আসবে
বুঝলেও বোঝা যায় না
সমস্যা জীবনে কখন আসবে
তাকেও ধরা যায় না
বিপদ একা কখনও আসে না
সাথে আসে আরও আঘাত
এটাই জীবনের নির্মম সত্য
আঘাতের পর আঘাত
সুখ যখন এগিয়ে আসে
একা পাখা মেলে যায় আপন মনে
সুখের মাঝে সুখনিদ্রা
মন উড়ে যায়, আকাশ পানে।
মুক্তির স্বাদ তারাই পেয়েছে
যারা বাঁধন থেকে মুক্ত,
পরাধীনতা মনে করে দেয়
শৃঙ্খল বড় শক্ত।
সমুদ্রে যখন ঢেউ আসে
হৃদস্পন্দনের গতি বাড়ে
যদি কেউ ঢেউয়ে তলিয়ে যায়
চোরাবালির কথা মনে কি পড়ে।
মানবজীবনেও সমুদ্রের মতো
চলে তার নিজস্ব ছন্দে
কখনও উত্থান কখনও পতন
ভাবনা রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

দিল্লির পথজুড়ে উচ্ছ্বাস, নেত্রীর নেতৃত্বে স্লোগান জাতীয় সঙ্গীতও

প্রতিবেদন : রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়ার মঞ্চ থেকে নেতৃত্ব দিলেন বাংলার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শরীরী ভাষা, আক্রমণাত্মক বক্তব্য, বিজেপির জোচ্চুরি খুল্লাম খুল্লা প্রকাশ করে দেওয়া, উদাত্ত স্লোগান এবং ইন্ডিয়ার নেতৃত্বের মুখে দিদির কথা বুঝিয়ে দিচ্ছিল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উচ্চতার কথা, তাঁকে ঘিরে উন্মাদনার পরিবেশটাও।

দুপুরে হুডখোলা গাড়িতে ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব রামলীলা ময়দানের উদ্দেশে রওনা দেয়। গাড়িতে রাহুল, প্রিয়াঙ্কা, অখিলেশ, তেজস্বী, দীপঙ্কর, বেবি, সঞ্জয়, ফারুক, অভিষেক এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু-পাশে জনস্রোত। নেতৃত্বকে ঘিরে উচ্ছ্বাস। তাঁর সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন। সেলফি তুলতে চাইছেন। বলছেন, দিদি জিততে হবে। এ লড়াই দেশের লড়াই। বিজেপি-বিরোধী স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করছিলেন ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব। গাড়িতে বিভিন্ন দলের নেতৃত্ব বারবার দিদির সঙ্গে এসে কথা বলেছেন। তেজস্বী, অখিলেশ, সঞ্জয়। ইন্ডিয়ার মঞ্চতেও সোনিয়া গান্ধী-নেত্রীর একান্তে কথা।

আগুন ঝরানো বক্তব্য রাখলেন ইন্ডিয়ার মঞ্চে। রামলীলায় আওয়াজ উঠল ভোট চোর গদি ছোড়। রাহুলের ভাষণের পর সভা শেষ। কিন্তু না। উঠে এসে স্লোগানে ঝড় তুললেন নেত্রী। মাইকের সামনে দিদি, পিছনে ইন্ডিয়ার নেতৃত্বের দৃপ্ত স্লোগান। সকলকে মনে করিয়ে দিলেন সভা কিন্তু শেষ হবে জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। দিদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব দাঁড়িয়ে পড়লেন। গোটা রামলীলা ময়দানে শুরু জাতীয় সঙ্গীত। নেতৃত্বে বাংলার নেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন ভয় বিজেপির, তা বুঝিয়ে দিল রবিবারের রামলীলা ময়দান।

ভোট চোর হঠাও অভিযান শুরু রামলীলা ময়দান থেকে

প্রতিবেদন : রবিবারের দিল্লি দখল করল ইন্ডিয়া। বিজেপির অক্লান্ত চেষ্টাকে উপেক্ষা করে মানুষের ঠিকানা লেখা হল রামলীলা ময়দান। আওয়াজ উঠল, ভোট চোর, গদি ছোড়—জ্ঞানেশ তুমকো জানা পড়েগা—

দিল্লির রাজপথ ছিল রঙিন পতাকায় ঢাকা। দেশের হাতে গোনা কয়েকটি রাজনৈতিক দল বাদ দিলে প্রায় সব দলের পতাকার সহাবস্থান। মিছিলের শুরু ছিল, সভা শেষ হওয়ার পরেও মিছিল তখনও রাস্তায়। এ যেন মিছিলই বলে দিচ্ছিল মানুষের মনের কথা। দুপুরে বিরোধী নেতারা একসঙ্গে খোলা গাড়িতে বেরলেন একসঙ্গে। ওই ছবিটাই বলে দিচ্ছিল তানাশাহির সরকারকে হঠাতে কতখানি এককাট্টা বিরোধী জোট। তবে বিরোধী জোটের সভার মাঝে উজ্জ্বল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভা শেষে তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে গোটা ইন্ডিয়ার নেতারা যেভাবে স্লোগানে রামলীলা ময়দান কাঁপালেন, তাতে বোঝা গেল কেন তাঁকে বিজেপি নেতাদের এত ভয়। রাহুল গান্ধীর ঘোষণা, জ্ঞানেশ কুমার সরবে। ওকে জেলে যেতে হবে। ওর পর মোদি-শাহর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পালানোর সুযোগ নেই। যেখানে থাকবে (এরপর ৬ পাতায়)



দিল্লির রামলীলা ময়দান। ইন্ডিয়ার সভায় জনস্রোত। রবিবার বিকেলের চিত্র।

তারিখ অভিধান



১৯০৯ অরুণ মিত্র

(১৯০৯-২০০০) এদিন অবিভক্ত ভারতের যশোরে জন্ম নেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রথিতযশা কবি ও ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও অনুবাদক। একাত্তরে পাক হানাদার বাহিনী যখন নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, মায়ের সামনে পুত্রকে হত্যা, মা-বাবার সামনের মেয়েকে ধর্ষণ, ছেলেমেয়ের সামনে মাকে ধর্ষণ, ঘর-বাড়িতে আগুন দিয়ে সর্বস্ব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়— তখন চোখের সামনে মানবতার এই নিষ্ঠুর পরাজয়কে কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি কলকাতার বিশিষ্ট কবি অরুণ মিত্র। তখন তাঁর বয়স ৬২ বছর। বৃদ্ধ বয়সে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে যেতে পারেননি। কিন্তু মসিকে অসি বানিয়ে যুদ্ধে শামিল হন অরুণ মিত্র। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি নিজেই স্বাধীন হলেন। সারা জীবন ধরে ফরাসি সংস্কৃতিতে কবি অরুণ মিত্রের গভীর অনুরাগ ও আনুগত্য ছিল।

১৯৩৫ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



এদিন অবিভক্ত ভারতের ময়মনসিংহতে জন্মগ্রহণ করেন। আনন্দ পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার, সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ও বঙ্গবিভূষণ উপাধিতে সম্মানিত সাহিত্যিক। নিজের কাছে তিনি চির রোম্যান্টিক। প্রথম গল্প ‘জলতরঙ্গ’ শিরোনামে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাত বছর পরে ওই একই পত্রিকার পুজোবার্ষিকীতে ‘ঘুণপোকা’ নামক তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি’। তাঁর কলম থেকেই আমরা পেয়েছি ‘যাও পাখি’, ‘দূরবীন’, ‘মানবজমিন’, ‘পার্থিব’ প্রভৃতি উপন্যাস।

১৮৩৩ মহেন্দ্রলাল সরকার



(১৮৩৩-১৯০৪) এদিন হাওড়ার পাইকপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এমডি পাশ চিকিৎসক। প্রথমে হোমিওপ্যাথি বিরোধী ছিলেন। পরবর্তীকালে হোমিওপ্যাথিতেই আস্থা রাখেন। দেশবাসীকে বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অফ সায়েন্স। কলকাতার শেরিফ ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন যুগপুরুষের আসনে প্রতিষ্ঠিত আর মহেন্দ্রলাল তখন তাঁরই চিকিৎসায় নিযুক্ত সে যুগের স্বনামধন্য চিকিৎসক। আপাতভাবে রূঢ়ভাষী, কাঠখোট্টা, ভক্তিটক্তির অত ধার ধারেন না। রামকৃষ্ণকে ‘আপনি’ না বলে ‘তুমি’ বলেন এবং অনায়াসে বলার ক্ষমতা রাখেন, ‘‘তা হলে তুমি পরমহংসগিরি করছ কেন?’’ অথচ কী এক অমোঘ টানে ‘কল’ না থাকলেও প্রায় রোজই চলে আসেন তাঁর এই বিশেষ রোগীটির কাছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকেন, তর্ক করেন, তাঁকে দেবতা রূপে পুজো করার কড়া সমালোচনা করেন, আবার তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে নতুন নতুন বই কিনে পড়াশোনা করেন এবং অনেক সময় রামকৃষ্ণের চিকিৎসাকে প্রাধান্য দিয়ে অন্য রোগী দেখতে যাওয়া বাদ দেন। এমনই বিচিত্র ছিল তাঁদের সম্পর্কের রসায়ন।



১৯৬৫ শাহরুখ খান

এদিন দিল্লিতে জন্ম নেন। গণমাধ্যমের কাছে তিনি কিং খান। হিন্দি চলচ্চিত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য ২০০২ সালে ভারত সরকার শাহরুখ খানকে পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করে এবং ফ্রান্স সরকার তাঁকে লিজিওঁ দ্য অনর সম্মাননায় ভূষিত করে। সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেছে স্কটল্যান্ডের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এডিনবরা।



১৯৫০ জর্জ বার্নার্ড শ

(১৮৫৭-১৯৫০) এদিন প্রয়াত হন। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আইরিশ নাট্যকার। লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মতাদর্শ ও সেগুলো প্রকাশ ভঙ্গিমাকে বর্ণনা করতে ‘শভিয়ান’ শব্দটি ইংরেজি অভিধানে জায়গা করে নিয়েছে।

নজরকাড়া ইনস্টা



প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়



শ্রাবন্তী



ঋতাভরী চক্রবর্তী

কর্মসূচি

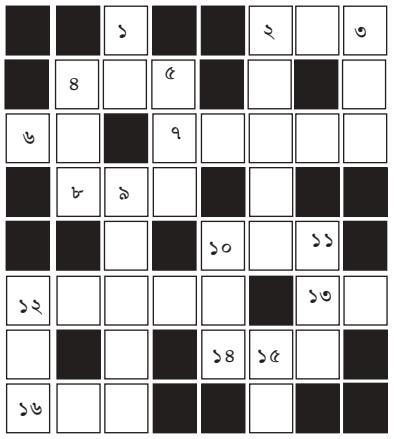


রঘুনাথগঞ্জে মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৬৮



পাশাপাশি : ২. হাতি ৪. কাজ করতে চায় না এমন, কুঁড়ে ৬. পর্নোগ্রাফি ৭. আঁধারে ঢাকা ৮. জাত, উৎপাদিত ১০. মানসিক ১২. গোঁয়ার, একগুঁয়ে ১৩. গুজরাতের এক নদী ১৪. পাইক, বরকন্দাজ ১৬. অল্প গরম।

উপর-নিচ : ১. মৃদঙ্গ ২. হিতকর্মের অনুষ্ঠান ৩. যা ঝুলছে, প্রসারিত ৪. ছোট ভাই ৫. সর্বদা, — বিরাজমান ৯. ঘন কালো ১০. মাজবার জিনিস ১১. বাজেয়াপ্ত ১২. দীপ্তি, জ্যোতি ১৫. মাঝামাঝি গণনা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৬৭ : পাশাপাশি : ১. চিহ্নিতনামা ৪. সুমাত্রা ৫. জ্ঞানকৃত ৬.আবগারি ৮. দারাং ৯. টহলদার।

উপর-নিচ : ১. চিত্রার্পিত ২. তয়ফা ৩. মারকাটারি ৫. জ্ঞানচৌপট ৬. আবদার ৭. অঢেল।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০১০০ থেকে প্রকাশিত ও এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700100 and Printed at L.S. Publications Private Limited, 4, Canal West Road, Kolkata 700015
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

2 November, 2026 • Monday • Page 3 || Website - **www.jagobangla.in**

৩

২ নভেম্বর ২০২৬

সোমবার



রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়ার সমাবেশের নানা মুহূর্ত













সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
2 November, 2026 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জনস্রোতে উত্তর

দিল্লির রামলীলা ময়দানের জনস্রোত দেখিয়ে দিল, বিরোধীরা এককাট্টা। বিজেপির বিরুদ্ধে এবার মুখোমুখি লড়াই। বিজেপিকে জেতাতে নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে সামনে রেখে দেশ জুড়ে ভোট চুরিতে নেমেছিল বিজেপি। ধরা পড়ে গিয়েছে। বিজেপি তাকে বাঁচাতে মরিয়া। কারণ, তারা জানে, জ্ঞানেশের মতো আজ্ঞাবহ কর্মচারী না থাকলে দেশের একটি রাজ্যেও ভোটে জেতা সম্ভব নয় বিজেপির। কমিশনের বাকি সদস্যরা তার কাজ নিয়ে প্রশ্ন করার পরেও নির্লজ্জ জ্ঞানেশ চুপ। আর তার হয়ে বাজারে নেমেছে বিজেপি। কিন্তু এভাবে বাঁচানো সম্ভব? জ্ঞানেশ এখনও পর্যন্ত ১৩ কোটি মানুষের ভোটাধিকার কেড়েছেন। স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বড় অপরাধী। আর যাদের নির্দেশে এই কাজ, তারা দ্বিগুণ অপরাধী। একজনকে জেলে যেতেই হবে। আর মোদি-শাহ? জনতার আদালতে বিচার হবে। তারপর দেশের সংবিধানকে পাল্টে দেওয়ার অপরাধে তাদেরও বিচার করবেন জনগণ। বিজেপি রামলীলার পাল্টা মিছিল করে দিল্লিতে শক্তি প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছিল। নীতিন নবীন হাসিয়েছেন। একদিকে জনস্রোত, অন্যদিকে কয়েক হাজার চ্যালা-চামুণ্ডা। মিছিল দেখে মোদি-শাহ বুঝতে পারছেন পাপের বোঝা? উল্টো গুনতি শুরু করুক বিজেপি। ২০২৯ নয়, তার আগেই জনগণ আস্তাকুঁড়ে ফেলবে অপরাধের এই সরকারকে। দেশ এখন একটা গণতান্ত্রিক সরকার চাইছে। যে সরকার গরিব মানুষের কথা, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করবে। রামলীলার সভা থেকে সেই অঙ্গীকার বিরোধী নেতৃত্বের। জোচ্চুরি করে বাংলায় জিতলেও রবিবারের সভা আর একবার বুঝিয়ে দিল দেশের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে নিয়েই বিজেপির সবচেয়ে বেশি ভয়।

e-mail থেকে চিঠি

মশাই! এগোচ্ছি না পিছনের দিকে এগোচ্ছি?

গভীর রাতে অপরাধের পুনর্নির্মাণ! দিনের বেলা করলে নাকি আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে। এতই যখন শঙ্কা তখন নিশ্চয়ই মাত্র একজন পুলিশ ঘটনাস্থলে নিয়ে যায়নি অভিযুক্তকে! পুরো এলাকা ঘিরে রাখা ছিল, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হয়েছে ভিডিওগ্রাফিও। একাধিক সিনিয়র অফিসার, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা উপস্থিত ছিলেন। বাহিনীর একের অধিক গাড়িও গিয়েছিল ঘটনাস্থলে। আগাম প্রস্তুতিও ছিল ষোলোআনা। তবু একজন পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা এবং পাল্টা গুলি চালানোর সাহস পেল কোথা থেকে অভিযুক্ত। গাফিলতিটা কোথায়? পুলিশ কর্তারা যতই রাগ করুন হিসাব মেলা কিন্তু বেশ কঠিন। এনকাউন্টারে নিহতরা কেউ কাশ্মীরের প্রশিক্ষিত জঙ্গি নয়। সীমান্ত পেরিয়েও আসেনি এদেশে। এক কথায় উঠতি অপরাধী এবং সেইসঙ্গে মানসিক বিকৃতির শিকার। নিঃসন্দেহে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তিই প্রাপ্য। সভ্যসমাজ তাই চেয়েছিল। কিন্তু আইন এড়িয়ে, বিচার ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নয়। এতে তো দেশে পুলিশরাজই প্রতিষ্ঠা হয়। অস্বীকার করা হয় আদালতের ভূমিকাকেই। আপত্তিটা এইখানেই। নতুন সরকারের আমলে গত সাড়ে পাঁচ মাসে এনকাউন্টারে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে। যোগীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা নিয়ে বিরোধীরা সরব। কিন্তু সমালোচনা উড়িয়ে স্কোর শিট লাফিয়ে বাড়ছে। ব্রেকফাস্টেই যদি এই অবস্থা হয় তাহলে ডিনারের পর সংখ্যাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? প্রশ্ন একটাই, এই পরিসংখ্যান সরকার ও পুলিশের পক্ষে গৌরবের না অদক্ষতার? সাফল্যের না ব্যর্থতার সূচক? নাকি আইন ব্যবস্থার উপর আস্থা হারাচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্র নিজেই? ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে এই ঝোঁক বিপজ্জনকই শুধু নয়, আমাদের চিরাচরিত সাংবিধানিক ব্যবস্থার পক্ষে ভয়ঙ্কর। কিছুটা সস্তায় বাজিমাতের চেষ্টাও বলা চলে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে যেহেতু একাজে পুলিশের পাশে দাঁড়িয়েছেন, প্রশ্রয় দিয়েছেন তাই আগামী কয়েকমাসে সংখ্যাটা বাড়তে বাধ্য। কিন্তু আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এতে ঘুরিয়ে পুলিশের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে না তো? উত্তরপ্রদেশ মায় বর্তমান যোগীরাজ্যে ভূরি ভূরি এনকাউন্টারে এ পর্যন্ত কয়েকশো অপরাধীর মৃত্যু হয়েছে! উত্তরপ্রদেশ সরকারের সাফল্য হিসাবেই ধরা হয় এনকাউন্টারকে। তাই বলে অপরাধ কি কমেছে? গুন্ডা-গার্দি, রাহাজানি, ছিনতাই, খুন ধর্ষণ উবে গিয়েছে? তাহলে সব জেনেও বাংলার নতুন সরকার ওই পথই বেছে নিল কি সংঘের কাছে লেটার মার্কস পাওয়ার বাসনায়! —**ইমরান রহমান, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

পটাপট এনকাউন্টার হচ্ছে ঝপাঝপ নির্যাতন বাড়ছে

ঘটনাগুলো পৃথক। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই ক্ষমতার প্রয়োগকে আইনের কাছে দায়বদ্ধ রাখার প্রশ্ন রয়েছে। ধর্ষণ ও যৌন হিংসার বিরুদ্ধে কার্যকর বিচার, শিশুর সুরক্ষা, সম্মতির স্বীকৃতি এবং ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা একই গণতান্ত্রিক কাঠামোর অংশ। ন্যায়বিচারের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারিত হয় প্রমাণের নিরপেক্ষ পরীক্ষা, আইনের প্রয়োগ এবং ক্ষমতাশালীদের জবাবদিহির মধ্য দিয়ে। বন্দুকের গুলি কিংবা প্রকাশ্য অপমানের দৃশ্য সেই প্রক্রিয়ার বিকল্প হতে পারে না। লিখছেন **চন্দ্রিমা পাঠক**

ঘটনা নং ১ : গতকাল, অর্থাৎ রবিবার সকালের সংবাদ। স্বামীকে মারধর করে খুনের হুমকি দিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুভাষগ্রামে! অভিযোগ, আত্মীয়ের বাড়িতে সপরিবার বেড়াতে এসেছিলেন ওই বধূ। সেখানেই তাঁর গলায় ছুরি ধরে খুনের হুমকি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিরা পলাতক।

ঘটনা নং ২ : টিউশন পড়াতে যাওয়ার পথে গৃহশিক্ষিকার পথ আটকে তাঁর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে। দুই যুবকের দিকে আঙুল গৃহশিক্ষিকার। শনিবার তা নিয়ে শোরগোল ব্যারাকপুর থানার মণিরামপুর ব্যায়াম সমিতি এলাকায়। 'নির্যাতিতা' গৃহশিক্ষিকার অভিযোগ, অন্যান্য দিনের মতো টিউশন পড়াতে যাচ্ছিলেন তিনি। একটি গলি দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় উল্টোদিক থেকে এসে এক যুবক তাঁর পথ আটকান। প্রথমে কথা বলার অছিলায় তাঁকে দাঁড় করানো হয়। তার পর হাত ধরে টানাটানি করেন। যুবতীর দাবি, তাঁর ইনস্টাগ্রাম আইডি চান ওই যুবক। বলেন, মেসেজ করলে জবাব দিতে হবে। 'ব্লক' করলে পরিণতি ভাল হবে না বলে হুমকি দেওয়া হয়। তিনি সেখান থেকে চলে আসতে চাইলে তাঁর সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করেন ওই যুবক। তখনই সেখানে উপস্থিত হন দ্বিতীয় অভিযুক্ত। তিনিও একই ভাবে হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ যুবতীর।

ঘটনা নং ৩ : সাড়ে তিন বছরের এক শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য। উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর থানার নীলগঞ্জ ফাঁড়ির সুভাষনগরের ঘটনা। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার ওই শিশুকে পাশের বাড়ির ছাদে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন চালান এক যুবক। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত যুবক ওই এলাকায় আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই শুক্রবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় সুভাষনগর এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রথমে নীলগঞ্জ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। যদিও পরে অভিযোগ নেয় পুলিশ। পরবর্তীতে অভিযুক্ত যুবককে আটক করে দত্তপুকুর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম অর্জুন সর্দার (৪৮)। অন্যদিকে, ঘটনার পর থেকেই অসুস্থ ছিল ওই নির্যাতিতা। প্রতিবেশী সোমা সরকার বলেন, 'আমরা স্থানীয় ফাঁড়িতে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে আমাদের বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু, হাসপাতালে নিয়ে আসার পাঁচ ঘণ্টা পরেও কোনও চিকিৎসক আসেননি। এমনকী, হাসপাতালের তরফে বলা হয় কোনও মহিলা চিকিৎসক নেই।'

ঘটনা নং ৪ : নাচের ক্লাস সেরে ফিরছিলেন এক তরুণী। তখনই অঘটন ঘটে। বাইকে করে যাওয়ার পথে দুই যুবক ওই তরুণীকে কটূক্তি করে বলে অভিযোগ। এদিকে প্রতিবাদ করতেই হিতে বিপরীত হয়। বাইক থেকে নেমে ওই তরুণীর শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। ওই মুহূর্তে বন্ধুরা বাধা দিলে



তাঁর ওপর চড়াও হয়েছিল অভিযুক্তরা। কোনওমতে পালিয়ে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁরা। ঘটনাস্থলের পাশেই ছিল দক্ষিণ দমদম পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অফিস। প্রাণ বাঁচাতে সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন তরুণ-তরুণী। খবর জানতেই লেকটাউন থানায় খবর দিয়েছিলে কাউন্সিলর। ঘটনার দিন দমদম পার্কের একটি হোটেল থেকে দুই অভিযুক্তকে আটক করেছিল পুলিশ।

ঘটনা নং ৫ : এই ঘটনাটি গত ১০ অক্টোবরের। অভিযোগকারিণী যুবতী জরুরি কারণে বালিগঞ্জে অপর আর এক বন্ধুর বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। এরপর সেখানে গিয়ে অভিযুক্ত বন্ধু প্রকাশের সঙ্গে বচসা বাধে এবং অশান্তি চরমে ওঠে। অভিযুক্তের নাম প্রকাশ বাছাওয়াত (৩৮)। তিনি কলকাতা ২০ নং শেক্সপিয়র সরণির বাসিন্দা। কলকাতার প্রভাবশালী ব্যবসায়ী JD Groop এর কর্ণধার। এছাড়াও শহরে তাঁর একাধিক ব্যবসা রয়েছে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। অভিযোগকারীণী এবং অভিযুক্ত দু'জনেই বিবাহিত এবং পূর্ব পরিচিত বলে জানা গেছে। রাত তিনটে নাগাদ অশান্তির পর শারীরিক নির্যাতন এবং শ্লীলতাহানি করা হয় ওই মহিলার। তাঁর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে রাস্তায় বার করে দিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকী সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতেও এমন চিত্র প্রকাশ্যে এসেছে। এরপর দু'দিন বাদে বালিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের হলে পুলিশ গ্রেফতার করতে প্রকাশের বাড়িতে যায়। তবে সে সেখান থেকে পলাতক বলেই জানিয়েছে পুলিশ।

উল্লিখিত চারটি ঘটনা রাজ্যে ভোট চুরি করে সরকার বদলের পর লাগামহীন নারী নির্যাতনের নিদর্শন। অথচ রাজ্যে যোগীরাজ্যের স্টাইলে ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্তর এনকাউন্টার চলছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের পর উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটাতেও।

মূল প্রশ্নটা এই জায়গাতেই।

নারী নির্যাতনকারীর বাঁচার অধিকার নেই। এটা যেমন ঠিক কথা, তেমনই এটাও ঠিক, স্রেফ অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে এনকাউন্টার করে মারলে পুলিশের দায় কমে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি মুখ লুকানোর সুযোগ পায়, কিন্তু নারী নির্যাতন কমে না। উপরোক্ত ঘটনাসমূহ তার স্পষ্ট প্রমাণ। অভিযোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে সংশয় নেই। কিন্তু সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তর মৃত্যুকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ন্যায়বিচার হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

রাষ্ট্রের প্রাণঘাতী ক্ষমতা ব্যবহারের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিতেও জীবনরক্ষার জন্য আসন্ন হুমকি প্রতিহত করার ক্ষেত্রে কঠোর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ফলে 'এনকাউন্টার'-কে অপরাধ দমনের সহজ পদ্ধতি রূপে উডযাপন করা বিপজ্জনক। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ যত গুরুতরই হোক, তাঁর অপরাধ প্রমাণের দায় বিচারব্যবস্থার। পুলিশি অভিযানের মাধ্যমে মৃত্যু ঘটলে সেই দায়ের সঙ্গে যুক্ত প্রমাণ ও সম্ভাব্য অপরাধের পূর্ণাঙ্গি বিচার ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কাও থাকে।

শাস্তির একটি রাজনৈতিক দিক রয়েছে। জনসমক্ষে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ধারণা বহু দিন ধরেই ক্ষমতা প্রদর্শনের সঙ্গে যুক্ত। আধুনিক বিচারব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল— শাস্তিকে ব্যক্তিগত প্রতিশোধের হাতিয়ার হতে না দিয়ে আইনি প্রক্রিয়ার অধীন রাখা। 'এনকাউন্টার'-কে যখন দ্রুত ন্যায়বিচারের প্রতীক রূপে গ্রহণ করা হয়, তখন রাষ্ট্রের বন্দুক বিচারিক প্রক্রিয়ার চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার ঝুঁকি তৈরি হয়। এতে পুলিশের ক্ষমতার উপর নজরদারি দুর্বল হতে পারে এবং প্রমাণ, আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার ও জবাবদিহির গুরুত্ব আড়াল হতে পারে।

ভরসা আউট, ভয় ইন, এখন বাংলায়। সেজন্যই এই কথাগুলো বলা, বোঝা ও বোঝানো দরকার।

এত যন্ত্রণা থাকলে সেই সময়েই ছাড়েননি কেন বেইমান সাংসদ

প্রতিবেদন : আরজি কর-কাণ্ডের জেরেই তৃণমূল ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। এমনই দাবি করেছেন বিশ্বাসঘাতক সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার। তাঁর সেই মন্তব্যের পরই এবার সাংসদকে তীব্র কটাক্ষ করলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরেই ওনাদের বিবেক জেগে উঠল! এত যন্ত্রণা থাকলে আরজি কর-কাণ্ডের পরেই তিনি দল ছাড়েননি কেন? এই প্রসঙ্গে আর এক প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকারের নাম করে তিনি বলেন, আরজি কর নিয়ে অনেক আগেই দলের সঙ্গে মতপার্থক্যের কারণে তৃণমূল ছেড়েছিলেন জহর সরকার। আরজি কর কাণ্ডের পর তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে দেন। সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়া পর্যন্ত তিনি তো অপেক্ষা করেননি। কিন্তু যাঁরা সেই সময়েও দলে থেকে গিয়েছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতা হারানোর পর যাঁদের বিবেক জেগেছে বলে দাবি করছেন, তাঁদের অবস্থান নিয়ে কিন্তু বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন থাকছে। ক্ষমতায় থাকার সময় কোনও সমস্যা হয়নি, অথচ পালাবদলের পরেই এত অভিযোগ কেন, সেই প্রশ্নই তোলেন কুণাল।

আরজি করে ওই ঘটনার নিন্দা তৃণমূলও করেছিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিকৃত এবং সরকারবিরোধী প্রচারের বিরোধিতা করেছিল দল। তাঁর অভিযোগ, একটি খারাপ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানুষের আবেগকে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা হয়েছিল। তাঁদের আপত্তি ছিল সেই প্রচারের বিরুদ্ধে, ঘটনার নিন্দা করার ক্ষেত্রে নয়। দিলিতে ধোপা বাড়ি যাওয়া গদ্দারদের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও কাকলিকে নিশানা করেন কুণাল। বলেন, যারা নিজেরা স্পষ্ট করে বলতে পারেন না তাঁরা কোন দলের সাংসদ, তাঁরা আবার অন্যদের রাজনৈতিক শিক্ষা দিচ্ছেন! বিজেপি-বিরোধী ভোটে জিতে বিজেপির শরিক হয়েছেন। এটাও তো ওই মানুষগুলোর সঙ্গে প্রতারণা, বেইমানি করা। এতে রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা নষ্ট হচ্ছে।

এনসিপিআইয়ের সাংসদদের বিশ্বাসঘাতক বলে আক্রমণ করে লর্ড ক্লাইভ ও মীরজাফরের প্রসঙ্গ টানেন তিনি। বলেন, লর্ড ক্লাইভ যেভাবে মীরজাফরকে কিছুদিনের জন্য মুর্শিদাবাদের মসনদে বসিয়েছিলেন, এই গদ্দারদের এনডিএ শরিক হওয়ার ঘটনাও অনেকটা সেই রকম। একটি দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সাময়িক ভাবে কিছু রাজনৈতিক ফায়দা তোলা যেতে পারে, কিন্তু তাতে দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক লড়াই হয় না।

নেত্রীর বাড়ির নিরাপত্তা নিয়ে গোদি মিডিয়ার কুৎসা



প্রতিবেদন : গোদি মিডিয়ার নতুন মিথ্যাচার। এবার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িকে কেন্দ্র করে। নেত্রীর বাড়ির সামনের কিছু অংশে নীল রঙের গেট রয়েছে। তার উচ্চতা বাড়ানো হয়েছে। গোদি মিডিয়ার প্রচার পুলিশ নাকি নেত্রীর নিরাপত্তার স্বার্থে এই কাজটি করেছে। কিন্তু এটি সর্বৈব মিথ্যাচার। গেটের কভারের উচ্চতা বাড়ানোর কাজটি দলীয় কর্মীরাই করেছেন। জেড প্লাস নিরাপত্তা রয়েছে নেত্রীর। কিন্তু সেটাকে হাস্যাস্পদ জায়গায় নিয়ে গিয়েছে রাজ্য সরকার। কখনও দেখা যাচ্ছে গেট টপকে কেউ ঢুকে পড়ছে, কখনও কেউ অস্ত্র নিয়ে গেটের বাইরে ঘোরাফেরা করছে, আবার কখনও বিজেপি কর্মীরা সেখান দিয়ে মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় অশালীন আচরণ করছে। পুলিশ দর্শকের ভূমিকায়। নেত্রীর নিরাপত্তা ঘিরে চরম শঙ্কা তৈরি হয়েছে। বস্তুত বলা যেতে পারে নেত্রীর নিরাপত্তাই তুলে নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের এই আচরণ এবং নেত্রীর নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে গেটের উচ্চতা দলীয় কর্মীরাই বাড়িয়েছেন। এর সঙ্গে পুলিশের কোনও সম্পর্ক নেই। এই নিয়ে যা প্রচার করা হচ্ছে তা গোদি মিডিয়ার মিথ্যাচার।

কালীপুজোয় দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ হল বড়মার মন্দির

প্রতিবেদন: কালীপুজোয় লাখ লাখ ভক্ত সমাগম হয় নৈহাটির বড়মার মন্দিরে। এলাকায় পার্কিং নিয়েও সমস্যা দেখা দেয়। তাও ভক্তদের আবেগ বড়মার দর্শনে কোনও ত্রুটি থাকত না। কিন্তু এবার নিজেদের সমস্ত দায় এড়াতে মন্দির বন্ধ রাখার কথা জানানো হয়েছে। নয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ৬ নভেম্বর থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত ভক্তদের জন্য বন্ধ রাখা হচ্ছে নৈহাটির বড় মায়ের মন্দিরের দরজা। মন্দির কমিটি ও প্রশাসনের এই নজিরবিহীন যৌথ সিদ্ধান্তের পর থেকেই চারদিকে শুরু হয়েছে তীব্র ক্ষোভ ও বিতর্ক। ভক্তদের স্পষ্ট অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে চলা এই পুজোয় যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ নির্বিঘ্নে বড়মার দর্শন করে আসছেন, সেখানে আচমকা এত দীর্ঘ সময় মন্দির বন্ধ রাখা আদতে প্রশাসনের চূড়ান্ত গাফিলতি ও ভিড় সামাল দেওয়ার অক্ষমতাকে ঢাকবারই চেষ্টা। উৎসবের ঠিক মুখে আগামী ৮ নভেম্বর কালীপুজোর মূল দিনটি সহ টানা ৯ দিন সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। দণ্ডি কাটার ক্ষেত্রেও বেঁধে দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট সময়সীমা। ৭ নভেম্বর থেকে দণ্ডি শুরু হয়ে ৮ নভেম্বর সন্ধে ছ'টায় তা শেষ করতে হবে। মানতের সোনা-দানা ও প্রণামী জমা নেওয়া হবে ২ থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত। ৭ ও ৮ নভেম্বর ফল ও মিষ্টির ডালি গ্রহণ করা হবে। প্রশাসনের সাফাই, চোরবাগানের দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেই কারণে এই সিদ্ধান্ত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গত বছর অবধিও মন্দির খোলা ছিল। এত বছর ধরেও যে প্রশাসন পুরো বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে সামলে এসেছে, রাজনৈতিক পাশা উল্টাতেই কেন সেই প্রশাসন উদাসীন হয়ে পড়ল?



আধুনিক প্রযুক্তির যুগে দাঁড়িয়ে এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী ও পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও কেন ভিড় সামলানোর ব্যবস্থা না করে মন্দির বন্ধের সহজ রাস্তা বাছা হল, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে।

ফের ছাত্রীর শ্লীলতাহানি অভিযুক্ত খোদ শিক্ষাকর্মী

প্রতিবেদন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফের ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ। অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক শিক্ষাকর্মী। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, টেকনোলজি ভবনের এক ছাত্রীকে একা পেয়ে কোমর জড়িয়ে ধরে, হাত ধরে টানাটানি করেন। ঘটনা জানাজানি হতেই পড়ুয়াদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। আবারও ক্যাম্পাসের ভিতরে ছাত্রীরা কতটা নিরাপদ? উঠছে প্রশ্ন।

সূত্রের খবর, শুক্রবার সন্ধেয় টেকনোলজি ভবনের সাততলায় সিঁড়িতে বসে গল্প করছিলেন কলা বিভাগের প্রথম বর্ষের তিন ছাত্রী। সেই সময় ওই শিক্ষাকর্মী তাঁদের নিচে নেমে আসতে বলেন। অভিযোগ, তাঁর কথা শুনে দুই ছাত্রী নিচে নেমে এলেও অন্য এক ছাত্রী সেখানেই থেকে যান। এরপর ওই ছাত্রীকে নিচে নামিয়ে আনতে সাততলায় যান অভিযুক্ত শিক্ষাকর্মী। ছাত্রীর অভিযোগ, সেখানে তাঁকে একা পেয়ে হাত ধরে টানেন এবং কোমর জড়িয়ে ধরেন ওই ব্যক্তি।



কোনওক্রমে সেখান থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে সহপাঠীদের তিনি বিষয়টি জানান। পড়ুয়াদের মধ্যে বিষয়টি জানাজানি হতেই একাংশের মধ্যে ক্ষোভ ছড়ায়।

ঘটনার তদন্ত করছে অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি। তদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত অভিযুক্ত শিক্ষাকর্মীকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকতে নিষেধ করা হয়েছে বলে খবর। যাদবপুরের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের শ্লীলতাহানির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে পড়ুয়া নিরাপত্তা নিয়ে।

নিম্নচাপ! দীপাবলিতে চিন্তায় রাজ্য

প্রতিবেদন: বঙ্গোপসাগরে নতুন করে নিম্নচাপের ভ্রুকুটি। কালীপুজোর আগে নতুন ঘূর্ণিঝড় মুরাসুর প্রভাবে বৃষ্টি হবে কিনা সেই নিয়ে আপাতত চিন্তায় বঙ্গবাসী। আলিপুর আবহাওয়া দফতর আশ্বস্ত করে জানিয়েছে যে, বাংলায় এই নতুন নিম্নচাপের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। মেঘলা আবহাওয়া সত্ত্বেও দিনভর বজায় থাকবে গুমোট গরম ও অস্বস্তি।দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আগামী ৩-৪ দিন দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে এই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা থাকলেও আজ থেকে পাহাড়ের পরিস্থিতি বদলের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।রাজ্যে কোথাও আপাতত ভারী বৃষ্টি হবে না। নিম্নচাপের জেরে আগামী মঙ্গলবার থেকে ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। যদিও আন্দামান সাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ ঠিক কোন পথে এগোবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। যার ফলে কালীপুজোতে আদৌ বৃষ্টি বিঘ্ন ঘটবে কিনা সেই সম্পর্কে এখনই কোনও আপডেট জানা যায়নি।

সুভাষগ্রামে ছুরি দেখিয়ে মহিলাকে ধর্ষণ, গ্রেফতার

প্রতিবেদন : বিজেপির বাংলায় নিত্য ঘটে চলেছে ধর্ষণ-শ্লীলতাহানির মতো ঘটনা। নির্বিকার পুলিশ প্রশাসন। একা রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফেরা তো দূর! স্বামীর সঙ্গে রাতে বাড়ি যাওয়ার পথে ধর্ষণের শিকার হলেন এক মহিলা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুভাষগ্রামে ধর্ষণ ও খুনের হুমকির অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে।

সুভাষগ্রাম স্টেশন সংলগ্ন এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে এলাকায় রাতের বেলায় বহিরাগতদের আনাগোনা এবং মদ ও গাঁজার আসর বসে। এ-নিয়ে আগে প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের। সাম্প্রতিক ঘটনার পর এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক আরও বেড়েছে। বিশেষ করে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। রাতের নিরাপত্তা বাড়ানো এবং অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা।

জানা যায়, গত শুক্রবার আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন ওই দম্পতি। রাত দেড়টা নাগাদ অন্য একটি বাড়িতে যাওয়ার সময় কয়েকজন যুবক তাঁদের পিছু নেয়। কিছুটা এগোতেই তাঁদের পথ আটকায় তারা। স্বামীকে মারধর করার পর স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে একটি ফাঁকা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একজন ধর্ষণ করে এবং অন্যেরা মহিলার হাত-পা চেপে ধরে রাখে বলে অভিযোগ। প্রায় এক ঘণ্টা পর কোনওক্রমে সেখান থেকে বেরিয়ে স্বামীকে নিয়ে অন্য একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন ওই মহিলা। পরদিন সকালে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা।

অভিযোগের ভিত্তিতে ধর্ষণের মামলা রুজু করা হয় থানায়। তদন্তে গড়িমসি করছে পুলিশ। এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হলেও মূল অভিযুক্ত-সহ বাকিরা এখনও অধরা। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের প্রশ্ন, এমন গুরুতর ঘটনার পরেও কেন এখনও সব অভিযুক্তকে ধরা সম্ভব হয়নি?

পাগলা কুকুরের তাণ্ডবে গৃহবন্দি অবস্থা সীমান্তবর্তী স্বরূপনগরের বাগবাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের। পাগলা কুকুরের কামড়ে এখনও পর্যন্ত আক্রান্ত ২৯ জন

সরকারের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি নেতা

সংবাদদাতা, স্বরূপনগর : মাত্র ছয় মাসের সরকার। এতেই দলের অন্দরে নিত্য কোন্দল লেগেই রয়েছে। সব লড়াই প্রকাশ্যে এসে যাচ্ছে। দলের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন আরও এক বিজেপি নেতা। নিজের দলের সরকারের ভূমিকা নিয়েই প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলে অস্বস্তি বাড়ালেন স্বরূপনগরের বিজেপি বিধায়ক তথা পঞ্চায়েতমন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ বৃন্দাবন সরকার। রাজনৈতিক পালাবদলের পর পাচার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের নাম উল্লেখ না করে প্রশ্ন তুলেছিলেন ওই নেতা। নিজের দলের কর্মীদের ওপর মামলা ও হয়রানির প্রসঙ্গ তুলে সরকারের কাছে জবাবদিহি চাওয়ায় দলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণ নিয়েও প্রতিবাদ করেন। নিজের ফেসবুক পোস্টে সরাসরি সরকারের বিরোধিতা করেন। তাঁর বক্তব্যে বিজেপির নিচুতলার ক্ষোভ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে।

কোথায় নারী নিরাপত্তা মিনাখাঁয় ধর্ষিতা যুবতী

সংবাদদাতা, মিনাখাঁ: উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ থানায় এক যুবতীকে ধর্ষণের অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রশ্নের মুখে রাজ্যের নারী নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে শুরু হয়েছে। ঘটনায় আরও এক যুবকের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। ধৃতদের আজ বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।



পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানা এলাকার ওই যুবতীর সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল মিনাখাঁর দুই যুবকের। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই তাঁকে মিনাখাঁ থানা এলাকার একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। সেখানেই তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যুবতী। নির্যাতিতার ডাক্তারি পরীক্ষা এবং আদালতের মাধ্যমে গোপন জবানবন্দি নেওয়ার প্রক্রিয়াও চলছে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, একের পর এক ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের অভিযোগের পরেও কোথায় প্রশাসনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা? মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব যাদের, সেই পুলিশ-প্রশাসনের নজরদারি কতটা কার্যকর, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। শুধু অভিযোগের পর গ্রেফতার আর তদন্তেই কি শেষ প্রশাসনের দায়িত্ব? অপরাধের আগেই কেন আটকানো যাচ্ছে না এই ধরনের ঘটনা?

ধর্ষণের অভিযোগে বারবার উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তের নাম উঠে আসায় জেলার নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। অপরাধের বিচার ও দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি নারী নিরাপত্তায় সরকার ও প্রশাসনকে এবার দৃশ্যমান পদক্ষেপ করতে হবে। শুধু আশ্বাস নয়, চাই জবাবদিহি।

টানা তিন মাস বাড়ল দাম

ফের মহার্ঘ হল গ্যাস



প্রতিবেদন : উৎসবের মরশুমে ফের বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। দীপাবলির আগে ১০ টাকা বেড়ে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম হল ২৮২০ টাকা। বাড়ির রান্নার গ্যাসের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

দেশজুড়ে উৎসবের মরশুম চলছে। দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে। আসছে দীপাবলি, তারপরেই ছটপুজো। বাংলায় জগদ্ধাত্রী পুজো, রাস পূর্ণিমা-সহ একাধিক পুজো ও উৎসব রয়েছে। এরই মধ্যে ধাক্কা। ফের বাড়ল এলপিজি সিলিন্ডারের দাম। গত ১ বছরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম। ইরান যুদ্ধের পর থেকেই গ্যাস ও পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধি হয়েই চলেছে। এতে সাধারণ মানুষের উপর চাপ বাড়ছে।

এর আগে ১ মে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম এক লাফে ৯৩৩ টাকা বাড়ানো হয়েছে। এর জেরে ১৯ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৩০০০ টাকা পেরিয়ে গিয়েছিল। নভেম্বরে ফের বৃদ্ধি হল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। হোটেল, রেস্তোরাঁ-সহ অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়। বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় রেস্তোরাঁ, হোটেলগুলিতে খাওয়ার খরচ বাড়বে। বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি হলে সেখানে খাবারের দামও বাড়ানোর পথে হাঁটেন ব্যবসায়ীরা। সেক্ষেত্রে বেশি টাকা গুনতে হয় গ্রাহকদেরও। পুজোর সময়েই এমনিতেই হোটেল বা রেস্তোরাঁতে ভিড় বেশি হয়, ফলে পরোক্ষভাবে খরচ বাড়ল আম জনতার।

এভারেস্ট অভিযানে গিয়ে, নিখোঁজ ১০ পর্বতারোহী

প্রতিবেদন: এভারেস্ট অভিযানে গিয়ে ভয়াবহ বিপদের মুখে পড়লেন ১৯ জন পর্বতারোহী। হোটেলে গ্যাস বিস্ফোরণ থেকে বিধ্বংসী আগুন। কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচলেও আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে তাঁদের টাকা-পয়সা-সহ যাবতীয় জিনিসপত্র। বরফে ঘেরা দুর্গম পাহাড়ে কার্যত নিঃস্ব অবস্থায় আটকে পড়েছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের কাছে দ্রুত উদ্ধারের আবেদন জানিয়েছেন বিপন্ন পর্বতারোহীরা।

রবিবার সকালে তিব্বত সীমান্ত লাগোয়া মানাং জেলার ৭,১২৬ মিটার উচ্চতার হিমলাং হিমল শৃঙ্গের বেস ক্যাম্পের কাছে আচমকাই তুষারধস নামে। এর পর থেকেই ওই ১৯ জনের মধ্যে থেকে অন্তত ১০ জনের কোনও খোঁজ মিলছে না বলে সূত্রে মারফত খবর।

হিমলাং হিমল নেপালের অন্যতম দুর্গম পর্বতশৃঙ্গে গত কয়েক দিন ধরে তুষারপাত বাড়তে থাকায় আবহাওয়ার অবনতি ঘটে। তার মধ্যেই রবিবার সকালে বেস ক্যাম্পের কাছাকাছি তুষারধসের ঘটনা ঘটে। এই প্রসঙ্গে অভিযানের আয়োজক মিংমা গিয়ালজে শেরপা জানিয়েছেন, নিখোঁজদের মধ্যে তাঁর দলের দু'জন রান্নার কর্মী



রয়েছেন। গত সপ্তাহেই খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়ার পর বেশির ভাগ পর্বতারোহী নিরাপদ জায়গায় নেমে এসেছিল। তবে কয়েক জন বেস ক্যাম্প থেকে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তুষারধসের সময় তাঁরাই বিপদের মধ্যে পড়েন বলে খবর।

এক্সপেডিশন অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন নেপাল'-এর সাধারণ সম্পাদক ঋষি ভান্ডারীর বলেন, নিখোঁজ ১০ জনের মধ্যে দু'জন 'ইম্যাজিন নেপাল প্রাইভেট লিমিটেড'-এর এবং আট জন 'হিমালয়ান হলিডেজ নেপাল'-এর সঙ্গে যুক্ত। ঘটনার পর থেকেই তাঁদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে নেপালের পর্যটন দফতরও।

গত ২১ অক্টোবর বসিরহাটের ট্রাভেলার্স গিল্ড সংস্থার উদ্যোগে ২৯ জনের একটি পর্বতারোহী দল এভারেস্ট ট্রেকিংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। গত ৩০ অক্টোবর দলের ১৯ জন ডিংবোচে এলাকায় একটি হোটেলে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় গ্যাস বিস্ফোরণ থেকে হোটেলে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় প্রাণ বাঁচাতে কোনওক্রমে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসেন তাঁরা। কিন্তু রক্ষা পায়নি তাঁদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র। নগদ টাকা, গরম পোশাক, জুতো-সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

বর্তমানে পাশের একটি হোটেলে আশ্রয় নিলেও তাঁদের সামনে বড়সড় সংকট। চারদিকে বরফে ঢাকা দুর্গম পাহাড়ি এলাকা। অথচ পর্যাপ্ত গরম পোশাক নেই, নেই বরফের মধ্যে চলাচলের উপযুক্ত জুতো কিংবা ফিরে আসার মতো প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও অর্থ। এই অবস্থায় সেখানে আরও বেশি দিন থাকা কার্যত বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

পর্বতারোহীদের আবেদন, ভারত সরকার দ্রুত নেপাল সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে তাঁদের নিরাপদে নিচু ও জনবসতিপূর্ণ এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া

ভোট চোর হঠাও

(প্রথম পাতার পর) সেখান থেকে খুঁজে বের করব। এটা সাধারণ কোনও চুরি নয়। লক্ষ্য মানুষের কণ্ঠস্বর চুরি। আমরা এমন ভারত চাই না, যেখানে সমস্ত কিছু আদানিদের হাতে চলে যাক।

মিথ্যাচারের রাজনীতি বিজেপির। দেশের দুর্দশাও বাড়ছে বিজেপির জন্য। দেশ দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অভিযোগ সিপিএমের এম এ বেবির। বাম ছাত্র নেত্রী নেহা বোরা মনে করিয়ে দিলেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএস বা বিজেপি নেতাদের কোনও ভূমিকা ছিল না। তাদের কাছে নীতিকথা শুনব না। দীপঙ্কর ভট্টাচার্যর ঘোষণা, দেশ নতুন ইতিহাস লেখার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অখিলেশ যাদব বলেন, ২০২২-এ উত্তরপ্রদেশের ভোটেও বিজেপি ভোটচুরি করে জিতেছিল। শিক্ষা দেবে জনগণ। আজ শুনলাম কমিশন ১ কোটি ২৭ লক্ষ ভোটার বাদ দিয়েছে উত্তরপ্রদেশের তালিকা থেকে। ভাবুন, জেতার জন্য কতরকম কারচুপি! এবার লড়াই হবে। ২০২৭-এ বিজেপিকে উত্তরপ্রদেশে হারিয়ে জবাব দেবে ইন্ডিয়া। তারপর বিজেপি বিদায় দেশ থেকে। তেজস্বী যাদব লালু যাদবের মতো স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, মহাভারতের শকুনি আর পাশা খেলার কথা সকলে জানেন। দেশের শকুনি কারা আর খেলার পাশা কে, সেটাও বুঝতে বাকি নেই। সব শকুনির এবার খেলা শেষ করবে ইন্ডিয়া।

মেহবুবা থেকে ফারুখ আবদুল্লাহ, বুঝিয়ে দিলেন, এবারের জোট বাঁচার জোট, বাঁচানোর জোট, গণতন্ত্র রক্ষার জোট, সংবিধান বাঁচানোর জোট। লড়াই হবে। ভোট চোরদের গদি ছাড়া করবে জনগণ।

দিল্লি থেকে তাড়িয়ে ছাড়ব

(প্রথম পাতার পর)

দেব কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না। ভ্যানিশ কুমারকে নিয়ে কবিতা বলতেই ফেটে পড়ে জনজোয়ার। নেত্রীর সঙ্গে গলা মেলালেন তাঁরাও। রাজনীতির ময়দান থেকে নিয়ে ছাড়বেন বলে হুঙ্কার দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উঠল ভবানীপুর ও নন্দীগ্রামে শেষ বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর হারের প্রসঙ্গ। মনে করিয়ে দিলেন, ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী তিনি নন। জীবন দিয়ে দেবেন কিন্তু পথ ছাড়বেন না।

বাংলায় ভোট হয়নি। নির্বাচনের গণনা ব্যবস্থাকে লুঠ করা হয়েছে। জ্ঞানেশ কুমারের নির্দেশে ভোট ব্যবস্থাই হাইজ্যাক করা হয়েছে। ভোটের আগেই প্রায় ৮-৯% ভোট বাদ দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য ছিল, যেভাবেই হোক তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাতে হবে। এর বদলা আমরা নেব রাজনীতির মধ্য দিয়েই। বাংলা-সহ ভারতে কী করেনি বিজেপি? চাকরি লুঠ, মানুষের জীবন লুঠ, মা-বোনেদের সম্মান লুঠ, ভোটার লুঠ করেছে। মানুষের প্রশ্ন, জ্ঞানেশজি আপনি কবে ভ্যানিশ হবেন? বিজেপি ধর্মস্থানের পবিত্রতাও রক্ষা করতে শেখেনি। পুলিশকে দিয়ে দলের কাজ করাচ্ছে বিজেপি। তবে পুলিশও আমাদের সহনাগরিক। কিন্তু তারাও বিজেপি রাজত্বে নিরুপায়। মানুষ বলছেন, এই সরকারের শেষের সে দিন ঘনিয়ে এসেছে।

বিজেপিকে আক্রমণ করে নেত্রী বলেন, কী লুঠ করোনি তোমরা? তোমরা মন্দির, রাম জন্মভূমির নামে সংগ্রহ করা অর্থ, মন্দিরের তহবিল, সম্পত্তি, জনসম্পদ এবং রাজকোষ লুঠ করেছ। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপব্যবহার করার সময় তোমরা ধর্মের কথা বলো। তোমরা মানুষের সম্মান, গণতন্ত্র এবং সংবিধানের ওপর আক্রমণ করেছ।

সরফরোশিকা তমন্না... কবিতার লাইন তুলে মমতা বলেন, ওরা আমাকে প্রায় গৃহবন্দি করে রেখেছে। কিন্তু এভাবে মানুষকে চুপ করিয়ে রাখতে পারবে না, আমাকে তো নয়ই। একেবারে শেষে বিচার ব্যবস্থার প্রতিও নেত্রীর আবেদন, সার্বিক এই পরিস্থিতিতে আপনাদের ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না। দেশের গণতন্ত্র বাঁচাতে হবে। মানুষ বিচার চাইছেন। বিচারের দাবিতে তাঁরা চোখের জল ফেলে চলেছেন। আপনারাই পারেন সেই চোখের জল মোছাতে। নেত্রী স্পষ্ট করে বলেন, ভ্যানিশ কুমার, আপনি ভোট ভ্যানিশ করে দিয়েছেন। মানুষের চাকরি, ভোটাধিকার, জীবন সব লুঠ করেছেন। আমাদের একটাই কথা, আগে ভ্যানিশ হটাও, তারপর অন্য কাজ।

জাগোবাংলা
আমার বাংলা
2 November, 2026 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in
৭
২ নভেম্বর ২০২৬
সোমবার

বাড়িতে রাখা ফুটন্ত গরম ভাতের ফ্যানে পড়ে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল সাড়ে চার বছরের এক শিশুকন্যার। ইটাহারের ঘটনা। মৃত শিশুর নাম পল্লবী হাঁসদা

বনবস্তিবাসীদের আন্দোলনের চাপে মাথা নোয়াতে বাধ্য হল প্রশাসন

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : অকারণে একগুচ্ছ নিয়ম চালু করে বনবস্তির বাসিন্দাদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে বন দফতর। নিজেদের স্বাভাবিক অধিকারটুকু ফিরে পেতে আন্দোলনের ডাক দেয় বক্সার ১৮ গ্রামের বাসিন্দাদের সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। টানা ২৭ দিন ধরে প্রতিটি চেক পোস্টের গেটের সামনে এমনকী রাস্তাতেও চলে প্রতিবাদ মিছল। অবস্থানে বসেন বাসিন্দারা। অবশেষে সেই আন্দোলনের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হল প্রশাসন। চাপে পড়ে বাসিন্দাদের বেশিরভাগ দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয় প্রশাসন। রবিবার এই মর্মে হয় বৈঠক। এই বৈঠকের আগেও ডুয়ার্স কন্যার সামনে পোস্টার, ব্যানার হাতে পথে নামেন আন্দোলনকারীরা। চার ঘণ্টার দীর্ঘ বৈঠকে বেশ কয়েকবার উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বৈঠকের শুরুতেই বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনকারীরা। এক সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, মনে হয় বৈঠক ভেস্তে যাবে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় যে, আপাতত জয়ন্তী থেকে জিপ সাফারির অনুমতি দেওয়া হবে। সেখানকার কাউন্টার থেকেই মিলবে সাফারির টিকিট। পর্যটকদের জয়ন্তীতে রাত্রিবাস নিয়ে আপত্তি তুলবে না বন দফতর। পাশাপাশি বাঘ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তার স্বার্থেই রাজভাতখাওয়া চেকপোস্টটি বহাল থাকবে।



বৈঠকের ডুয়ার্স কন্যার সামনে বনবস্তির বাসিন্দাদের প্রতিবাদ।

আন্দোলনের ফলে এখন থেকে বক্সা পাহাড়ের বাসিন্দা থেকে শুরু করে তাঁদের আত্মীয়দের কাছ থেকে কোনও প্রবেশ মূল্য নিতে পারবে না বন দফতর। এর পাশাপাশি ২০০৬ সালের অরণ্যের অধিকার আইন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জেলাশাসক ময়ূরী ভাসুর নেতৃত্বে একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি দ্রুত তৈরি হবে। আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানকারী অয়ন নাইডু জানান, আমাদের দাবিগুলির মধ্যে বেশকিছু মানা হয়েছে। এখনও আরও দাবি মানা বাকি। দাবি থেকে আমরা সরছি না। আমাদের বাকি দাবি মানা না হলে এর থেকেও বড় আন্দোলন করা হবে।

তরুণীকে অপহরণে মদত বিজেপি নেতাকে ঘেরাও করে জুতোপেটা বাসিন্দাদের

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বেটি বাঁচাওয়ের বুলি আওড়ানো দলের নেতা কুকীর্তি ফাঁস। নার্সিং ছাত্রীকে অপহরণের মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। আর তা ফাঁস হতেই ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা ওই নেতাকে ঘেরাও করে জুতোপেটা করেন। রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ার পূর্ব কালীবাড়ির ঘটনা। গত ছ'দিন ধরে ওই ছাত্রীর খোঁজ না মেলায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা ও পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনায় সরাসরি স্থানীয় বিজেপি মণ্ডল সভাপতি গৌরাঙ্গ হালদারের বিরুদ্ধে মদতের অভিযোগ তুলে তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান মহিলারা। এমনকী তাঁকে জুতোপেটা করার মতো অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে বলে জানা গিয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, গৌরাঙ্গ হালদারের নাতি সুরজ ছেত্রীর সঙ্গেই ওই ছাত্রীর প্রেমের সম্পর্ক ছিল এবং তাঁর মদতেই মেয়েটিকে পাচার বা লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ঘটনার জেরে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অবেশেষ বাসিন্দাদের চাপে পড়ে চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের রবিবার রায়গঞ্জ আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। তবে গ্রেফতারির পরেও নিখোঁজ তরুণীর হদিশ না মেলায় এলাকায় উদ্বেগ ও ক্ষোভ বহাল রয়েছে। গত ২৬ অক্টোবর নার্সিং হস্টেল থেকে ছুটি শেষে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হন কমলাবাড়ির বাসিন্দা ওই তরুণী। পরিবারের সঙ্গে ফোনে শেষবার কথা হওয়ার পর থেকেই তাঁর মোবাইল বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের দাবি, তরুণীকে অপহরণ করা হয়েছে। পুলিশের দ্বারস্থ হয়েও প্রথমে কোনও সুরাহা না মেলায় শনিবার চরম আকার নেয় জনরোষ। অভিযোগের তির ওঠে স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা মণ্ডল সভাপতি গৌরাঙ্গ হালদারের নাতির দিকে। শনিবার বারোগণ্ডা এলাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। গৌরাঙ্গ হালদারকে ঘিরে ধরে তুমুল বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং একপর্যায়ে তাঁকে আটকে রাখা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় পৌঁছন রায়গঞ্জ থানার আইসি ও ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের আশ্বাসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সংকোশ নদীর মৃত মাছ খেয়ে গুরুতর অসুস্থ চার

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বন্যার আতঙ্ক কেটে যাওয়ার পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন সংকোশ নদীর তীরবর্তী এলাকার মানুষজন। কিন্তু তার পরেই শনিবার সকাল থেকে সংকোশ নদীতে বয়ে আসতে থাকে অতিরিক্ত ঘোলা জল। সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসে বড় বড় আকারের হাজার হাজার মৃত ঘড়াইয়া, ফুলুঙ্গা, জোঙ্গা সহ একাধিক নদীয়ালি মাছ। আর সেই মাছ ধরতে নদীর আশপাশের মানুষজন ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। সেই মাছ এরপরে চলে যায় আশপাশের বিভিন্ন বাজারে। বাজারে অনেক কম দামে বিক্রিও হয় সেই মাছ।


হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিশু।

ঘটনার খবর পেয়ে জেলা প্রসাশন সংকোশ নদীর মৃত মাছ না খেতে পরামর্শ দিয়ে প্রচার শুরু করে। কিন্তু ততক্ষণে সেই মাছ পৌঁছে গিয়েছে অনেকেরই রান্না ঘরে। সেই মাছ খেয়ে শনিবার সন্ধের পর অসম-বাংলা সীমানা লাগোয়া গোসাঁইগাঁও মহকুমার মান্দারিয়া গ্রামের এক শিশু ও এক নারীসহ চারজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অসুস্থরা হলেন অন্য বসুমাতারি (৫৬), ঝর্ণা বসুমাতারি (২২), হায়ানচর বসুমাতারি (১২) এবং লালিনা বসুমাতারি (৫)। তাঁদের কচুগাঁও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। যদিও রবিবার তাঁদের অবস্থা স্থিতিশীল হাওয়ায় চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে স্থানীয় সূত্রে।

দখল রুখতে ব্যর্থ পুলিশ সমস্যায় সাধারণ মানুষ



সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : প্রশাসনের কড়া নজরদারি এবং লাগাতার সতর্কবার্তার পরেও কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না ময়নাগুড়ির একাংশ অসাধু ব্যবসায়ীকে। পুলিশি অভিযানকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজার ও থানা রোড গলিতে রমরমিয়ে চলছে জবরদখল ও ব্যবসা। পুলিশের চোখের সামনেই এই ছবি প্রতিদিন। ময়নাগুড়ির অন্যতম প্রাচীন ও জনবহুল বাজারগুলির মধ্যে অন্যতম হল এই ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজার। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই বাজার এবং সংশ্লিষ্ট রাস্তাটি দিয়েই সরাসরি ময়নাগুড়ি থানায় যাতায়াত করেন খোদ পুলিশকর্মীরা। থানার একেবারে নাকের ডগায় এমন বেআইনি চিত্র নিত্যদিনের ঘটনা হলেও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ দানা বাঁধছে সাধারণ মানুষ ও পথচারীদের মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত আইসির কার্যকালে ফুটপাথ ও রাস্তা দখলমুক্ত করতে বেশ কয়েক দফায় লাগাতার অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ প্রশাসন। কিছুদিনের জন্য পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও, বর্তমান আইসি দায়িত্ব নেওয়ার পর বাস্তবে তার কোনও দীর্ঘস্থায়ী সুফল মিলছে না। নির্দিষ্ট সীমানা বা নির্ধারিত জায়গার বাইরে দোকানের মালপত্র এবং পসরা সাজিয়ে রেখে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। এর ফলে প্রতিদিন সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে ব্যস্ততম রাস্তাটি।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে চিতাবাঘ ঝাঁপাল মহিলার ওপর

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: ধান খেতে কাজ করছিলেন মহিলা। হঠাৎ ঝোপের ভিতর থেকে ঝপাৎ করে শব্দ। পিছন ঘুরতেই ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। খুবলে নিল চোখের একদিক। জখম মহিলা বর্তমানে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। রবিবার দুপুরে ধূপগুড়ির ঘটনা। জখম মহিলার নাম বাসন্তী রায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে গারখুটা এলাকার সোনাখালি জঙ্গলসংলগ্ন একটি ধানখেতে ধান কাটতে গিয়েছিলেন বাসন্তী দেবী। অভিযোগ, সেই সময় ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে আচমকাই একটি চিতাবাঘ তাঁর ওপর চড়াও হয় এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রাণ বাঁচাতে সাহসিকতার সঙ্গে চিতাবাঘটিকে হাত দিয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন ওই গৃহবধূ। সেই সঙ্গে তাঁর চিৎকারে আশপাশের কৃষকরা



ছুটে আসেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে বন্যপ্রাণীটি দ্রুত পাশের জঙ্গলে পালিয়ে যায়। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারাই রক্তাক্ত অবস্থায় বাসন্তী দেবীকে উদ্ধার করেন। তবে ওই এলাকায় যাতায়াতের উপযুক্ত রাস্তা না থাকায় দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বাইকেই তাঁকে বসিয়ে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন স্থানীয়রা। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ওই মহিলার পেট, গলা ও ভুরুতে গভীর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই এলাকায় ও হাসপাতালে ছুটে যান বন দফতরের কর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দা তাপস রায়ের কথায়, সোনাখালি জঙ্গলের ঠিক পাশেই রয়েছে ধানখেতটি। ধারণা করা হচ্ছে, জঙ্গল থেকেই বেরিয়ে চিতাবাঘটি ওই খেতে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল। আচমকা এই হামলায় এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এছাড়া আমাদের এলাকায় যাতায়াতের ভাল রাস্তা না থাকায় রোগীকে সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে আসাও যথেষ্ট কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দিনদুপুরে জনবসতিপূর্ণ এলাকার কাছাকাছি এ ধরনের বন্যপ্রাণীর হানায় এলাকায় চরম আতঙ্ক ও ক্ষোভের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

আমার বাংলা
2 November, 2026 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা



সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায় বেধড়ক মার, কাঠগড়ায় বিজেপি নেতা

প্রতিবেদন : পারিবারিক সম্পত্তি ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক যুবককে বাড়ি থেকে দরজা ভেঙে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর রাস্তায় ফেলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে বিজেপির কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মানিক রায়ের অনুগামীরা। রায়না থানার শ্যামসুন্দর এলাকার বহরমপুর গ্রামের এই ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে পরিবারটি। জানা গেছে ২০ অক্টোবর শ্যামসুন্দরের বাসিন্দা শেখ সুরোজউদ্দিনের বাড়িতে পারিবারিক অশান্তি মেটানোর নামে চড়াও হন কয়েকজন। দরজা ভেঙে সুরোজউদ্দিনকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় ফেলে পেটানো হয়। এই ঘটনায় সুরোজউদ্দিন লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর ভাই শেখ আয়াজউদ্দিন, বিজেপি কর্মী তন্ময় রায় ও রবি



পণ্ডিতের নামে। এই ঘটনার পর থানায় গিয়ে ওসিকে ধমক দেন বিজেপি নেতা মানিক রায়। আর এরপর থেকেই শেখ সুরোজউদ্দিনের পরিবারের উপর অত্যাচার বেড়ে গিয়েছে। বিজেপি কর্মীরা খুন করে ফেলার হুমকি দিচ্ছেন। সব কথা পুলিশকে জানালেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। জানা গিয়েছে, মানিক রায়ের ছেলে দেবাশিস রায়ের সঙ্গে যৌথভাবে ধান কেনাবেচার ব্যবসা করেন আয়াজউদ্দিন। গত ৪ মের পর বাবার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দেবাশিস। তারই মাঝে সুরোজউদ্দিন ও তাঁর বাবা শেখ নিজামুদ্দিনকে এলাকার একটি বিজেপি পার্টি অফিসে ডেকে রীতিমতো হুমকি, গালিগালাজ দেওয়া হয়। আর গোটাটাই হয় মানিক রায়ের উপস্থিতিতে। এমনকী নিজামুদ্দিনকে একদিন মারধরও করা হয়। প্রাণভয়ে বাবা ও ছেলে এলাকাছাড়া। পুলিশ সব জেনেও কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

ছবি : প্রতীকী।

কেওয়াইসি আপডেটের নামে বীরভূমে প্রতারিত বহু গ্রাহক

প্রতিবেদন : কেওয়াইসি আপডেটের নামে ব্যাপকহারে প্রতারণা শুরু হয়েছে। বিশেষত প্রবীণ গ্রাহকেরা চরম আতঙ্কে। সরকারি প্রকল্পের টাকা পেতে গেলে ব্যাঙ্ক মারফত নিতে হয়। আর তাতেই ব্যাঙ্কের নির্দেশ ভেবে মোবাইলে অ্যাপ ইনস্টল করতেই মুহূর্তে অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হচ্ছে সঞ্চিত অর্থ। পুলিশি নজরদারির অভাবে, কেওয়াইসি আপডেটের নামে এমনই সাইবার প্রতারণার জাল ছড়িয়েছে বীরভূম জেলা জুড়ে। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের নিশানা করে ইতিমধ্যেই অন্তত ১২টি প্রতারণার নালিশ এসেছে পুলিশের কাছে। পাঁচ হাজার থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খোয়া গিয়েছে বলে খবর। একের পর এক সাইবার অপরাধে নড়েচড়ে বসেছে জেলা পুলিশ প্রশাসন। শুরু হয়েছে তদন্ত। যদিও এখনও কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রতারকদের চিহ্নিত করতে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সতর্ক করতে কর্মসূচি নিতে চলেছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন।

তদন্তকারীদের অনুমান, সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের একাংশকে লক্ষ্য করেই প্রতারণার ছক কষছে অপরাধীরা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের অর্থ ও সরকারি ভর্তুকি উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গ্রাহকদের ফোন করছে প্রতারকেরা। ফোনে বলা হচ্ছে, ই-কেওয়াইসি সম্পূর্ণ না হওয়ায় তাঁদের অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের টাকা ঢুকছে না। তবে চিন্তা নেই। ঘরে বসেই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা যাবে। এই শুনে ওদের কথামতো কাজ করতে গিয়েই সর্বস্বান্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

পুলিশের দাবি, মানুষের আতঙ্কের সুযোগ নিয়ে গ্রাহককে হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেজে একটি এপিকে ফাইল পাঠানো হচ্ছে। সেটি ডাউনলোড করে ইনস্টল করলেই মোবাইলের নিয়ন্ত্রণ প্রতারকদের হাতে চলে যাচ্ছে। তারপর ফোনে থাকা ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য কাজে লাগিয়ে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তাই অচেনা নম্বর থেকে আসা ব্যাঙ্কের নির্দেশে কোনও অ্যাপ ইনস্টল না করার পরামর্শ দিচ্ছেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা। কেওয়াইসি সংক্রান্ত প্রয়োজনে ব্যাঙ্কের শাখা বা সরকারি মাধ্যমে যোগাযোগ করাই নিরাপদ।

১২ কেজি গাঁজা উদ্ধার, ধৃত এক

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : গত কয়েক মাসে মাদক পাচারের রমরমা শুরু হয়েছে। অভিযোগের পর অভিযোগ আসছে প্রশাসনের কাছে। অগত্যা আসরে নামতে হয়েছে পুলিশকে। তাতেই অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ঝাড়গ্রামের কলাবনি এলাকায় বেলা ১১টা নাগাদ ১২ কেজি গাঁজাসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম সত্যজিৎ বিশ্বাস (৩৩)। তাঁর বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড় থানার অন্তর্গত কাকরিশ্বর গ্রামে।

পুলিশের নাকের ডগায় জমিবিবাদে উত্তাল তেহট্ট, মহিলা-সহ আহত ১০

প্রতিবেদন : পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগাতেই চলছে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব। জমিবিবাদের জেরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল তেহট্টের হোগলবেড়িয়া। ধারালো অস্ত্র, বাঁশ-লাঠি দিয়ে একপক্ষ হামলা চালাল আরেকপক্ষের উপর। গোলমালে মহিলা-সহ আহত হয়েছেন উভয়পক্ষের কমপক্ষে ১০ জন। শুধু লাঠালাঠি নয়, শূন্যে গুলি চালানোরও অভিযোগ উঠেছে। আহতদের একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে কৃষ্ণনগরে স্থানান্তর করা হয়েছে। বাকিদের চিকিৎসা চলছে করিমপুর গ্রামীণ হাসপাতালে।

হোগলবেড়িয়ার কালীগাঙ্গি গ্রামে প্রায় ১২ বিঘা জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল দু'পক্ষের। সেই জমি বর্তমানে



আইনি লড়াই চলছে। দু'পক্ষেরই দাবি ওই জমি তাঁদের। একপক্ষের নামে জমির রেকর্ড রয়েছে। সেখানে তাঁরা চাষ করেন। অন্যপক্ষ দেশ স্বাধীনতা হওয়ার আগের কাগজ দেখিয়ে দাবি করেন, জমি তাঁদের। তা দখল করে নেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ রবিবার চরমে উঠল। আহত এক যুবক বলেন, আইনি ও বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষরা হামলা চালায়। বাধা দিলে বেধড়ক মারা হয়। আমরা দোষীদের শাস্তি চাই। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ জানিয়েছে, একপক্ষ অভিযোগ জানিয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

রাস্তায় উল্টে গেল পিকআপ ভ্যান

প্রতিবেদন : রাস্তায় উল্টে গেল মদ বোঝাই পিকআপ ভ্যান। রবিবার দুপুরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত কংসাবতী নদী সংলগ্ন জিন শহর এলাকায় এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খড়গপুরের একটি আইএমএল বটলিং প্ল্যান্ট থেকে বিপুল পরিমাণ মদ বোঝাই করে পিকআপ ভ্যানটি রাজ্য সড়ক ধরে পূর্ব মেদিনীপুরের দিকে যাচ্ছিল। জিন শহর এলাকায় পৌঁছতেই ঘটে বিপত্তি। চলন্ত অবস্থায় পিকআপ ভ্যানটির সামনের একটি চাকা আচমকাই খুলে যায়। চালক কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে গাড়িটি। মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য সড়কের উপর উল্টে যায় মদ বোঝাই পিকআপ ভ্যানটি। দুর্ঘটনার তীব্রতায় গাড়িতে থাকা প্রচুর মদের বোতল রাস্তায় ছিটকে পড়ে। রাজ্য সড়কের উপর এই দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যান পথচলতি মানুষ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ভিড় জমতে শুরু করে। ঘটনার জেরে রাজ্য সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় ও তৈরি হয় যানজট।

ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবের ইউনেস্কো স্বীকৃতির উদ্যোগ

প্রতিবেদন : নদিয়ার নবদ্বীপের রাস উৎসব বহু পুরাতন। বিশেষত উৎসবের নবমীর শোভাযাত্রা দেখার জন্য দূরদূরান্ত থেকে জনসমাগম হয়। এবার এই রাস উৎসবের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পরিচিতির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় রাস উৎসব কমিটি এই বিষয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার অন্যতম সিদ্ধান্ত হল, ডিজে ও তাসা পার্টির মধ্যে প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, রাত ১১টার পর কোনওভাবেই মাইক ও তাসা ব্যবহার করা যাবে না। উৎসবের দিনগুলিতে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার রুখতে বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। সেই কথাও জানানো হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

রবিবার নবদ্বীপ প্রেস ক্লাবে এই



নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ঐতিহ্যবাহী নবমীর শোভাযাত্রা পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২০ থেকে এই শোভাযাত্রা নিরাপত্তাজনিত কারণে বন্ধ রাখা হয়েছিল। অতীতে এই শোভাযাত্রায় প্রচুর মানুষের উপস্থিতি দেখা যেত। চলতি বছর থেকে ফের সেই শোভাযাত্রা বেরবে। নবমী-দশমী দু'দিন ধরে শোভাযাত্রা বা 'আরোং' বেরোবে। প্রচুর মানুষ উপস্থিত থাকার কারণে নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা হচ্ছে। শোভাযাত্রা সুশৃঙ্খল রাখতে প্রতিটি পুজো কমিটিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতে হবে। পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি তারাও শোভাযাত্রা পরিচালনা ও নজরদারির দায়িত্বে থাকবেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রেও এবার কড়া অবস্থান নেওয়া হচ্ছে। কোনও পুজো কমিটি শোভাযাত্রা, নবমীর অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন অমান্য করলে শাস্তির মুখে পড়বে। তিন বছরের জন্য কমিটিকে বাতিল করাও হতে পারে। উৎসবকে কেন্দ্র করে কোনও অসামাজিক কাজ যাতে না হয়, সেজন্য পুলিশ ও প্রশাসনের বিশেষ নজরদারি থাকবে। এবছর নিরাপত্তায় আধাসেনাও থাকছে। রাস উৎসবে যোগ দিতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা তীর্থযাত্রী ও দর্শনার্থীদের সুবিধার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নিরাপত্তা, অস্থায়ী আবাসন এবং অস্থায়ী শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কয়েকশো বছরের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার প্রস্তুতি তুঙ্গে।

বঁটি দিয়ে স্ত্রীর গলা কাটল স্বামী

প্রতিবেদন : স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন স্বামীর। রবিবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের তারকনগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পারিবারিক অশান্তির জেরেই এই ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান। পরিবার সূত্রে খবর, মৃতের নাম সুমিত্রা মজুমদার। রবিবার সকালে বাড়িতে অন্য পরিজনরা ছিলেন না। সেই সুযোগে ছেলেকে দিয়ে স্ত্রী সুমিত্রাকে ঘরে ডেকে পাঠায় সমীর। বাবার কথামতো মাকে ডেকে নিয়ে আসে ছেলে। এরপরই স্বামী-স্ত্রীর বচসা শুরু হয়। এরপর ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা। অভিযোগ, বঁটি দিয়ে গলা কেটে স্ত্রীকে খুন করে সমীর। স্ত্রীকে খুনের পর দুই সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে যায় সমীর। তাঁর গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। সমীরকে প্রশ্ন করতেই স্ত্রীকে খুন করার কথা স্বীকার করে নেয় সে। এরপর প্রতিবেশীরা তার বাড়িতে গিয়ে দেখেন, ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে স্ত্রী সুমিত্রা মজুমদারের দেহ। খুনের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

জাগোবাংলা
আমার বাংলা
2 November, 2026 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in
৯
২ নভেম্বর ২০২৬
সোমবার

বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে। উদ্ধার হল ৩০ লক্ষ টাকা। আসিফ রহমান নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার তেঘরি বিশ্বাসপাড়া এলাকায়

তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হামলা চালাল বিজেপির গুন্ডাবাহিনী

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী, সমর্থকদের উপর হামলা, আক্রমণ হয়েই চলেছে। অনেক কর্মী-সমর্থককে খুনও হতে হয়েছে। গত ৪ মে বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশের পরেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্ত হয়েছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। ফের একবার একই ঘটনা ঘটল। এবার ঘটনাস্থল দুর্গাপুর। তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হামলা, পরিবারের সদস্যদের মারধর, লুটপাট ও ব্যাপক ভাঙচুরের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। জানা গেছে, বিজেপি কর্মীরা আচমকাই ওই তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে চড়াও হয়। এরপর বাড়ির ভিতরে ঢুকে পরিবারের সদস্যদের উপর হামলা চালানো হয়।


পুলিশ দেরিতে আসায় ক্ষোভ স্থানীয়দের।

দুর্গাপুর চলে মারধর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আচমকা এই হামলার ঘটনায় কার্যত আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাড়ির সদস্যরা। জানা গিয়েছে, হামলাকারীরা বাড়িতে ব্যাপক তাণ্ডব চালানোর পাশাপাশি বিভিন্ন সামগ্রী লুটপাট করে নিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। হামলার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় উত্তেজনা আরও বাড়তে থাকে। স্থানীয় ও আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীর পরিবার জানিয়েছে, হামলার ঘটনা ঘটার দীর্ঘ সময় পর পুলিশ আসে।

কন্টেনার গাড়িতে ধাক্কা সরকারি বাসের, আহত ১০



প্রতিবেদন : রাস্তায় চলে আসা সাপকে বাঁচাতে কন্টেনার গাড়ি ব্রেক কষতেই বিপত্তি। পিছনে ধাক্কা মারল সরকারি বাস। ঘটনায় আহত ১০। রবিবার সকালে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের আলিনগরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। বড় কোনও বিপত্তি না হলেও হাতে পায়ে চোট পান অনেকেই। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ভাতার স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গিয়েছে, বাদশাহী রোড ধরে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিল কন্টেনার গাড়িটি। রাস্তায় একটি সাপ দেখতে পান ওই গাড়ির চালক। সাপটিকে বাঁচাতেই ব্রেক কষেন তিনি। এদিকে কন্টেনার গাড়ির পিছনেই ছিল দক্ষিণবঙ্গ পরিবহন সংস্থার যাত্রীবাহী একটি বাস। আচমকা সামনের গাড়ি ব্রেক কষতেই বাসটি কিছু বোঝার আগেই গিয়ে ধাক্কা মারে। বাসের সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভয়ে চিৎকার করতে থাকেন যাত্রীরা। তড়িঘড়ি তাঁদের বাস থেকে নামানো হয়। কারও হাতে, কারও পায়ে আঘাত লাগে। বড় কোনও বিপত্তি হয়নি। তবে এই দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে বাদশাহী রোড। বেশ কয়েকঘণ্টার চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

শান্তিপুরে রাস্তায় মাছের ছড়াছড়ি



প্রতিবেদন : নদিয়ার শান্তিপুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি মাছ বোঝাই গাড়ি। শনিবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ শান্তিপুর থানার ফুলিয়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। গাড়িতে থাকা প্রচুর মাছ জাতীয় সড়কের উপর চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। দুর্ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাছ বোঝাই গাড়িটি রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগরের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু ফুলিয়ার বেলঘরিয়া-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে আসতেই ঘটে বিপত্তি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আচমকা রাস্তার উপরেই উল্টে যায় গাড়িটি।

ঝাড়গ্রামে বেহাল রাস্তা, ক্ষোভ পর্যটকদের


রাস্তা খারাপ। প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ হয়নি।

প্রতিবেদন : বেজায় সমস্যায় পড়েছেন পর্যটকরা। ঝাড়গ্রামের অন্যতম আকর্ষণ খাঁদারানিতে যাওয়ার রাস্তা বেহাল। প্রশাসনের উপর ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন পর্যটকরা।

পাহাড়ের কোলে খাঁদারানির প্রাকৃতিক জলাধার দেখার জন্য বেলপাহাড়ি বেড়াতে আসা পর্যটকরা ভিড় জমান। খাঁদারানিতে পৌঁছনোর প্রধান দুটি রাস্তা সহ আরও দুটি রাস্তার অবস্থাও শোচনীয়। বৃষ্টির জলে কোথাও ধুয়ে সাফ রাস্তার অস্তিত্ব। কোথাও আবার তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। রয়েছে গর্তে চাকা পড়ে গাড়ি উল্টে যাওয়ার আশঙ্কা। তবে সে সব উপেক্ষা করেও অনেকেই খাঁদারানিতে যাচ্ছেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে। কিন্তু রাস্তার কারণে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরতে হচ্ছে তাঁদের। সবাই একবাক্যে বলছেন, প্রশাসনের এই বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত। বেলপাহাড়ি-পুরুলিয়া রাজ্য সড়কের দোমহনি থেকে বারিঘাটি হয়ে খাঁদারানি যাওয়া যায়। অন্যদিকে, হদড়ার মোড় থেকে গাড়রাসিনি পাহাড় যাওয়ার পথে গোয়ালবেড়িয়ার রাস্তা ধরে বারিঘাঁটি হয়ে খাঁদারানিতে পৌঁছনো যায়। মূলত এই দুটি রাস্তা দিয়েই বেশিরভাগ পর্যটক যাতায়াত করেন। দুটি রাস্তাই দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা এবং বেহাল। এছাড়া গাড়রাসিনি হয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে এবং ভুলাভেদা, টংভেদা হয়ে বারেদহ নদী পেরিয়ে খাঁদারানিতে যাওয়া যায়। খাঁদারানি গ্রামের বাসিন্দাদের কথায়, পর্যটকরা তো মরশুমে আসে আবার ফিরে যায়। কিন্তু আমাদের এই সমস্যা নিয়েই প্রতিদিন এই রাস্তায় চলাফেরা করতে হয়। প্রশাসন এই দিকে নজর দিচ্ছে না। জানা গিয়েছে, দোমহনি হয়ে বারিঘাঁটি হয়ে খাঁদারানি পর্যন্ত রাস্তা তৈরির জন্য আগের সরকারের তরফে আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। বন দফতর অনুমতি দেয়নি।

১ টাকায় ইয়ারবাডস পেতে হুড়োহুড়ি, বিশৃঙ্খলা কুলটিতে



প্রতিবেদন : এক টাকায় ইয়ারবাডস-এর অফার। সকাল থেকে লম্বা লাইন দোকানে। যার জেরে তুমুল বিশৃঙ্খলা কুলটিতে। জানা গিয়েছে, দীপাবলির স্পেশাল গিফট হিসেবে ১ টাকায় ইয়ারবাডস দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল দোকান কর্তৃপক্ষ। বলা হয়েছিল, ১ নভেম্বর আসানসোলের নিয়ামতপুরে চিত্তরঞ্জন রোড কুলটির আউটলেটে পাওয়া যাবে। শর্ত ছিল প্রথম ১০০ জন এই উপহার পাবেন। জানা গিয়েছে, রবিবার রাত থেকে লোকজন হাজির হন দোকানের সামনে। আর সকালে দোকান খোলার পরেই শুরু হয় চরম বিশৃঙ্খলা। কে আগে অফারটি মুঠোবন্দি করবেন তার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে শোরুম সাময়িক বন্ধ রাখতে হয়। ক্রেতারা জানিয়েছেন, দোকান কর্তৃপক্ষ শর্ত দিয়েছিল শুধুমাত্র ১ নভেম্বর এই অফার থাকবে। যাঁরা এই অফার পেতে চান তাঁদের ওই ইলেকট্রনিক্স আউটলেটের ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম পেজ ফলো করতে হবে। প্রথম ১০০ জন গ্রাহক তা পাবেন। অফার লিমিটেড। এরপর ১ টাকায় ইয়ারবাডস নিতে সকাল থেকে লম্বা লাইন ছিল শোরুমের সামনে। দোকান খোলার পর কয়েকজন ক্রেতা শোরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই বাইরে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। কে আগে সংগ্রহ করবেন তা নিয়ে ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে যায়। ক্রেতাদের ভিড়ে শোরুমে কাট আউটের গেট ভেঙে পড়ে। শোরুমের বাইরে ক্রেতাদের বাইক পার্কিংয়ের জেরে যানজট হয় রাস্তায়। এরপরই শোরুম বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। রাস্তার উপরে যাঁরা বাইক পার্কিং করেছিলেন তাঁদের জরিমানাও করে পুলিশ। শোরুমের সামনে থেকে ক্রেতাদের সরিয়ে দেওয়ার পর ফের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। খোলা হয় দোকান।

অষ্টমঙ্গলার পর বিজোড় দিবসে এই গ্রামে বিসর্জন হয়

প্রতিবেদন : মা উমা এখানে বাড়ির মেয়ে! তাই বাড়ির মেয়েকে বিদায় দিতে মন চায় না বাড়ির লোকজনদের। নিয়মমতো, বিজয়া দশমীতে মা কৈলাসে চলে গেলেও পুরুলিয়ার মানবাজার ১ নম্বর ব্লকের বিশরি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুপুর গ্রামের সেন পরিবারের উমা দশমীর পরেও ৮ দিন থেকে যান অষ্টমঙ্গলার জন্য। ঠিক যেভাবে বিয়ে হলে অষ্টমঙ্গলা হয়। ঠিক সেইভাবেই মেয়ে উমার অষ্টমঙ্গলা হয়ে থাকে ওই সেন পরিবারের পুজোয়। আর সেই ৮ দিন যদি জোড় দিবস হয় তবে আরও একদিন উমা থেকে যান ওই পরিবারে। গত ২১ অক্টোবর ছিল বিজয়া দশমী। তারপর থেকে ৮ দিন হলে ৩০ তারিখ শুক্রবার বিসর্জন হওয়ার কথা। কিন্তু শুক্রবার জোড় দিবস



তাই শনিবার বিজোড় দিনে বিসর্জন হল মধুপুর গ্রামের বড় পুকুরে।

২৫৯ বছর ধরে এই রেওয়াজ চলে আসছে। এবারও তার অন্যথা হয়নি। দশমীতে সিঁদুর খেলা হলেও মহিলারা ফের নিরঞ্জনের দিন সিঁদুর খেলায় মেতে মাকে বরণ করে ঢাক বাজিয়ে প্রতিমা বিসর্জনে নিয়ে যান। দশমীতে নবপত্রিকা বিসর্জন হয়ে গেলেও বিসর্জনের আগে পর্যন্ত মায়ের পুজো চলতে থাকে। হয় আরতি, ভোগ নিবেদন।

দশমীতে মায়ের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই বিষাদ নেমে আসে। কিন্তু এই মধুপুর গ্রাম তার ব্যতিক্রম। উমাকে নিয়ে আরও কয়েকটা দিন মেতে থাকতে পারেন তারা। গ্রামের সেন পরিবারের দুর্গা অষ্টমঙ্গলার পর বিসর্জন হলেও ঘোষ বাড়ির দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন হয় কালীপুজোর পর। ফলে দুর্গোৎসবের রেশ থেকেই যায় মধুপুর গ্রামে।

দিল্লি দরবার

2 November, 2026 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

কেউ বলছে চার লক্ষ, কেউ বলছে সাত লক্ষ। তবে এটা ঘটনা রবিবার বিরোধীদের সমাবেশে রামলীলা ময়দানের ভেতরে যত মানুষ ছিল, তার চার গুণ ছিল বাইরে। তাই সংখ্যাটা ১০ লক্ষ বা তার বেশি হওয়া অসম্ভব নয়

জ্ঞানেশ হটানোর দাবিতে গর্জন রামলীলায়



মল্লিকার্জুন খাড়্গে

আমাদের লড়াই করার শক্তি আছে এবং পুলিশ, সিবিআই, ইডি বা অন্য কোনও সরকারি সংস্থার ভয়ে আমরা ভীত হব না। আমাদের 'ইন্ডিয়া' জোটের নেতারাও ভয় পাবেন না। এই মঞ্চে উপস্থিত প্রত্যেকেই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিরোধীদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করতে চাইছেন। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকারও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। ভোট চুরির ঘটনায় মোদি-শাহ জ্ঞানেশ কুমারকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। যতদিন না পদত্যাগ করছেন জ্ঞানেশ কুমার ততদিন আন্দোলন চালিয়ে যাব।



অখিলেশ যাদব

দেশের লোকতন্ত্র আজ বিপন্ন। ডাবল ইঞ্জিন আজ ডাবল জিরো হয়ে গিয়েছে। ২০২৭ সালে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়বে বিজেপি। তারা নির্বাচনে কমিশনকে ব্যবহার করে শুধুমাত্র নিজের সমর্থকদের ভোটার তালিকায় রাখতে চাইছে। নির্লজ্জভাবে ভোট কাটছে বিরোধীদের। দেশ ও গণতন্ত্রকে বাঁচাতে অবিলম্বে হটাতে হবে বিজেপিকে।

তেজস্বী যাদব

দেশব্যাপী ভোট চুরির বিরোধিতায় আমরা রামলীলা ময়দানে মহাভারতের আয়োজন করেছি। মহাভারতে



যেমন শকুনি পাশার চাল দিয়ে অনৈতিকভাবে জয় এনেছিল, তাকে আটকাতে এবার আমাদের কুরুক্ষেত্র রচনা করার সময় এসেছে। মোদির নেতৃত্বে জ্ঞানেশ কুমার লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট করে যেভাবে কারচুপি করেছে তাতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের জেলে যাওয়া উচিত।



ফারুক আবদুল্লা

সংবিধানের উপর চরম আঘাত আসছে। আমি আমার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ইন্ডিয়া জোট ছাড়ব না। মনে রাখতে হবে দেশপ্রেম মুসলিমদের অধিকার।



নেহা বোরা

ভারতের গর্বিত ইতিহাসে বিজেপি ও আরএসএস-এর কোনও জায়গা ছিল না এবং আগামীতেও হবে না। যেভাবে বাংলা, কর্নাটক, উত্তরপ্রদেশে ফর্ম ৬,৭,৮ এর নামে ভোটারদের নাম বাতিল থেকে শুরু করে তাঁদের দেশছাড়া করার বন্দোবস্ত করেছে বিজেপি তাতে এই সরকারকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে স্বাধীন দেশে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার এভাবে কেড়ে নেওয়া যায় না। মোদি-শাহের অঙ্গুলিহেলনে কাজ করা জ্ঞানেশ কুমারের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার না হয়ে বিজেপির নির্বাচনী ম্যানেজার হওয়া উচিত ছিল।



শশী থারুর

ভোট বাঁচাও, দেশ বাঁচাও। এটি শুধু কংগ্রেসের বিষয় নয়, ভারতের মানুষের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার প্রশ্ন। নির্বাচন কমিশনের উপর ভরসা হারাচ্ছেন মানুষ।



দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

ভারতের সংবিধানে জনগণের ভোটাধিকার সবচেয়ে পবিত্র। সেই অধিকার যারা চুরি করছে তাদের অবিলম্বে ক্ষমতা ছাড়তে হবে। পদত্যাগ করতে হবে জ্ঞানেশ কুমারকে।



সঞ্জয় রাউত

বিজেপির স্বৈরাচারী শাসনের শেষের শুরু। ভোটাধিকার হরণ করে যে ফ্যাসিবাদের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে, তার পতন নিশ্চিত। শুধু সময়ের অপেক্ষা।



এম এ বেবি

ভোটচুরি বন্ধ করতে এবং গণতন্ত্র আর সংবিধানকে রক্ষায় চাই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। ২০২৪-এর নির্বাচনের পরে বাদ দেওয়া হয়েছে ১৩.৫ কোটি ভোটারের নাম। জবাব দিতে হবে বিজেপি আর নির্বাচন কমিশনকে।



কপিল সিবাল

বিজেপি সরকার বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে এবং এই সমাবেশ বানচাল করতে সমস্তরকম বাধা এবং দমননীতি প্রয়োগ করছে। কিন্তু জনগণ এই অন্যায় মেনে নেবে না।



ডি রাজা

এটি সারা ভারতের জনগণের লড়াই। বিজেপি সরকার ও নির্বাচন কমিশনের নেক্সাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।



যোগেন্দ্র যাদব

ভোটার তালিকায় জালিয়াতি জাগিয়ে তুলেছে দেশের মানুষকে। কেঁপে উঠেছে দিল্লির দরবার। মোদি সরকারের ভোটচুরির মুখোশ খসে পড়েছে। নির্বাচন কমিশন সাবধান!

এদিন তৃণমূলের লোকসভার সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষও বিজেপি-কমিশনের গোপন আঁতাত এবং ভোটচুরির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন।

দেশবাসীর ভোটাধিকার রক্ষার শপথ ইন্ডিয়া জোটের









জাগোবাংলা
সব মানুষের পাশে আছে

মণিপুরে গোষ্ঠী-হিংসার বলি হলেন পাঁচজন। কাংপোকপী জেলার দুই তরুণের ক্ষতবিক্ষত বস্তাবন্দি দেহ রবিবার উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে ননে জেলায় গুলিতে মৃত্যু হয়েছে আরও তিনজনের

দেশ বিদেশ

আইডিবিআই বেসরকারীকরণ

প্রতিবাদে সোম-মঙ্গলে দেশজুড়ে কর্মবিরতি

নয়াদিল্লি : কানাডার আর্থিক সংস্থা ফেয়ারফ্যাক্স ফিনান্সিয়াল হোল্ডিংসের কাছে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আগামী ২ ও ৩ নভেম্বর দেশজুড়ে দু'দিনের ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ব্যাঙ্কের কর্মী ও আধিকারিকদের সংগঠন। ইউনাইটেড ফোরাম অফ আইডিবিআই অফিসার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজেস এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। সংগঠনটির অন্তর্ভুক্ত অল ইন্ডিয়া আইডিবিআই অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং অল ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছে। কর্মী সংগঠনগুলির মূল দাবি, আইডিবিআই ব্যাঙ্কের প্রস্তাবিত বেসরকারীকরণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং ব্যাঙ্কের উপর সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকানা বজায় রাখতে হবে। তাদের বক্তব্য, সরকারি অর্থ এবং কর্মীদের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় ঘুরে দাঁড়ানো একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বিদেশি বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া জনস্বার্থের পরিপন্থী। এই ধর্মঘটের ফলে সোমবার ও মঙ্গলবার ব্যাঙ্কের শাখাভিত্তিক পরিষেবা, গ্রাহক লেনদেন এবং প্রশাসনিক কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটতে পারে। এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছে ইউনাইটেড ফোরাম অফ আইডিবিআই অফিসার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজেস (ইউএফআইওই)। সংগঠনটির দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার ও জীবনবিমা নিগমের (এলআইসি) হাতে থাকা মোট শেয়ারের অন্তত ৬ শতাংশ সরকারকে অতিরিক্ত কিনতে হবে, যাতে আইডিবিআই ব্যাঙ্কে সরকারের মালিকানা অন্তত ৫১ শতাংশ বজায় থাকে। প্রয়োজনে এলআইসির কাছ থেকে শেয়ার কিনে অথবা বাজার থেকে শেয়ার সংগ্রহ করে এই লক্ষ্য পূরণ করা যেতে পারে।

জেন-জি বিক্ষোভে অগ্নিগর্ভ জার্মানি

পুলিশকে মলোটভ ককটেল, অগ্নিসংযোগ

বার্লিন: জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির প্রতিবাদে গর্জে উঠল জার্মানির তরুণ প্রজন্ম। ব্যাপক হিংসাত্মক চেহারা নিল জেন-জি আন্দোলন। শনি এবং রবিবার বার্লিন, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, মিউনিখ-সহ দেশের মোট ৩৪টি শহরে ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং হামবুর্গের মতো কিছু জায়গায়। ফ্রাঙ্কফুর্টে ব্যাপক ভাঙচুর হয় মূল শহরের দোকানপাটে। চলে ব্যাপক লুটপাট। পুলিশের উপরে ছোঁড়া হয় মলোটভ ককটেল। আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল জেন-জি রেগেল্ট নামের একটি যুব সংগঠন। শুধুমাত্র শিক্ষাখাতে ব্যয়বৃদ্ধি নয়, স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগবৃদ্ধিরও দাবি জানান আন্দোলনকারীরা। জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর দাবির পাশাপাশি



বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা পুনরায় চালু করার সম্ভাবনার প্রতিবাদেও ফেটে পড়েন তরুণরা। তাঁদের অভিযোগ, সাধারণ মানুষের সমস্যা এবং তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট ভাবছে না সরকার। প্রথমে শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ শনিবার সন্ধ্যার পর হিংসাত্মক চেহারা নেয়।

আন্দোলনকারীদের হাতে ছিল নানা দাবি লেখা প্ল্যাকার্ড। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সরকারি পরিষেবার উন্নতির পাশাপাশি জীবনযাত্রার খরচ কমানোর দাবিও তোলেন তাঁরা। কিন্তু সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফ্রাঙ্কফুর্টে একাধিক দোকানে লুটপাট ও ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান, পেপার স্প্রে ব্যবহার করা হয়। চলে লাঠিচার্জও। পাল্টা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনকারীদের একাংশ। হামবুর্গে ব্যারিকেডে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। কোলন ও স্টুটগার্টেও পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়।

জনতার আদালতে বিচার হবে মোদি-শাহদের : রাহুল

নয়াদিল্লি : হিংসা নয়, ভালবাসা আর অহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে বিরোধী জোট ইন্ডিয়া ব্লক। তাই গণতন্ত্র এবং সংবিধানকে হত্যা করার চেষ্টা করছেন যাঁরা, তাঁদের বিচার হবে আইনিপথে, আদালতেই। জ্ঞানেশ কুমারের পরেই আইনি পদক্ষেপ হবে প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে- রবিবার রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের কর্মসূচি থেকে এভাবেই বিজেপি সরকার উৎখাতের ডাক দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।

'ভোট বাঁচাও দেশ বাঁচাও' কর্মসূচিতে যোগ দিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিরোধী দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ভিড়ে কার্যত উপচে পড়ে রামলীলা ময়দান। এদিন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে উঠে শুরুতেই রাহুল বলেন, আজকের এত মানুষের সমাগমের ছবি বুঝিয়ে দিচ্ছে নরেন্দ্র মোদি জ্ঞানেশ কুমারদের কাছে বার্তা পৌঁছে গিয়েছে। জনজোয়ারে পরিণত হওয়ার রামলীলা ময়দান বুঝিয়ে দিয়েছে যে এটা কোনও একটি রাজনৈতিক দলের বা



নেতার কণ্ঠস্বর নয়। এটা ভারতের নাগরিকদের প্রতিবাদের স্বর। ভোটার তালিকায় নাম বাদ দিয়ে এই কণ্ঠস্বর আটকে রাখতে পারবেন না মোদি-শাহ-জ্ঞানেশরা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, সংবিধানের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। বছরের পর বছর এই দেশে ভোট চুরি হয়েছে। ২০২৪ সালে বিরোধীদের সঙ্গে এনডিএ-র তিন শতাংশ ভোটের ফারাক থাকার পরই ১৫ শতাংশ ভোটারদের নাম কাটা হয়েছে। এখানেই প্রমাণ হয়ে যায় যে নির্বাচন প্রক্রিয়াটাই বেআইনি ছিল। আর সেটা শুধুমাত্র আমাদের কথা নয়, কমিশনের কার্যকলাপেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

রাহুল এদিন বলেন, আমরা এমন ভারত চাই না যেখানে কৃষক তার রক্ত-ঘাম এক করা দীর্ঘ পরিশ্রমের ফল পাবে না, শিক্ষার্থীরা ১৮ ঘণ্টা পড়াশোনা করেও শিক্ষা দুর্নীতির শিকার হবেন। শুধুমাত্র আদানি-আম্বানিরা দেশ চালাবেন, তাঁদের কোটি কোটি টাকার ঋণ মকুব হয়ে যাবে আর সাধারণ মানুষের দুর্দশা বাড়বে, এমন ভারত আমরা চাই না। রেল থেকে ব্যাঙ্ক, বিদ্যুৎ থেকে প্রতিরক্ষা সবকিছু বিক্রি করে দিয়ে দেশের গণতন্ত্র নিয়ে ছেলেখেলা করার জন্য জনতার আদালতে বিচার হবে দেশের প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের। জ্ঞানেশ কুমার শুধু মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পর থেকে অপসারিত হবেন তাই নয়। তিনি জেলে যাবেন। এবং এরপর মোদি-শাহের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপ করা হবে। কেন্দ্রকে নিশানা করে রাহুল বলেন, মোদি শাহ পালানোর চেষ্টা করবেন না কারণ আমরা পালাতে দেব না। জ্ঞানেশের পর আপনাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াব। আমরা হিংসা ছড়াব না, ভালবেসে কাজ করব। সংবিধান ধ্বংস করা, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা বরদাস্ত করব না। এটাই আপনাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য।

নিজের ঝাঁঝালো বক্তব্যের প্রতি ছত্রে জ্ঞানেশ কুমার ও বিজেপির তীব্র সমালোচনা করে রাহুল বলেন, ভেবে খারাপ লাগে যে ওঁরা কেউ রাতে ঘুমোতে পারেন না। আসলে অন্যায় করেছেন তাই রাতে ঘুম আসে না ওঁদের। দেশের সংবিধান নিয়ে যে অনৈতিক কাজ হয়েছে তার প্রতিবাদে এই প্রতিরোধ এবং বিরোধী কণ্ঠ জোরদার হওয়ারই ছিল। অহিংসার পথে হেঁটেই সকলকে একজোট হয়ে বিজেপি ও কমিশনের বিরুদ্ধে লড়াই করার বার্তা দেন রাহুল।

গায়ের জোরে দোকান বন্ধ করে ইন্ডিয়ার নামে মিথ্যাচার বিজেপির

নয়াদিল্লি: বিজেপির মুখোশ খুলে দিলেন রাহুল গান্ধী। বেআব্রু করে দিলেন মোদি-শাহর দলের মিথ্যাচার। রবিবার তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে লোকসভার বিরোধী দলনেতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, উৎসবের মরশুমে কতটা নির্লজ্জভাবে নিজেরাই জোর করে দোকানপাট বন্ধ করে দিয়ে বিরোধীদের উপরে দোষ চাপাচ্ছে বিজেপি। রাহুল জানান, রামলীলা ময়দানে সমাবেশে যোগ দিতে আসা মানুষজনকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন, উৎসবের মরশুমে দিল্লির স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং দোকানদারদের সাহায্য করার জন্য তাঁদের কাছ থেকেই কেনাকাটা করতে। কিন্তু কনট প্লেসে পৌঁছে তাঁরা দেখতে পান যে প্রশাসন এবং বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা জোর করে সব দোকানপাট বন্ধ করে দিচ্ছেন। আসলে মুখে একরকম কথা বলে বাস্তবে নিজেদের স্বার্থে কতটা নীচে নামতে পারে বিজেপি, এই ঘটনাতেই তা প্রমাণিত হল আবার। রাহুলের প্রশ্ন, তা হলে আসলে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করছে কারা? দেশের মানুষের কাছে আজ স্পষ্ট, বিজেপিই গায়ের জোরে দোকান বন্ধ করিয়ে ব্যাপক আর্থিক লোকসানের মুখে ফেলছে ব্যবসায়ীদের।

দূষণের দাপট, দিল্লিতে ওয়ার্ক ফ্রম হোম

নয়াদিল্লি: শীত এখনও সামান্য দূরে। কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে দূষণের চোখরাঙানি। দিল্লিতে ঊর্ধ্বমুখী দূষণের গ্রাফ। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে তাই আগাম সতর্কতা। পুরোদমে শীতের মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই রাজধানীতে বাতাসের মান অত্যন্ত খারাপ পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ায় এবার রাজধানীতে জারি হল কড়া বিধিনিষেধ। রবিবার ১ নভেম্বর থেকেই পুরনো যানবাহন নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি অফিসের পঞ্চাশ শতাংশ কর্মীকে ওয়াক ফ্রম হোম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট জানানো হয়েছে বিএস ৬ মানদণ্ড না মেনে চললে সেই সব যানবাহনকে রাজধানীর রাস্তায় চলাচল করতে দেওয়া হবে না। প্রশাসন জানিয়েছে, ১ নভেম্বর থেকে আগামী বছরের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত জারি হওয়া বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে। এই সময়কালে বাড়ি ভাঙা থেকে শুরু করে সব ধরনের নির্মাণ কাজ নিষিদ্ধ, তবে শর্তসাপেক্ষে অত্যাবশ্যকীয় সরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে থানাতে ধর্ষিতা গৃহবধূ

রাঁচি: স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচতে থানায় গিয়ে সেখানেই ধর্ষণের শিকার হলেন এক গৃহবধূ। ধর্ষণ করল থানায় কর্তব্যরত এক পুলিশকর্মীই। ন্যক্কারজনক এই ঘটনার সাক্ষী ঝাড়খণ্ডের একটি থানা। মহিলাদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব যাদের হাতে, তাঁদের বিরুদ্ধেই উঠল ভয়াবহ অভিযোগ। স্বামীর মারধরের আশঙ্কায় পুলিশের সাহায্য চাইতে থানায় গিয়েছিলেন এক মহিলা। অভিযোগ, সেখানেই থানার এক পুলিশকর্মী তাঁকে ধর্ষণ করেন। ঘটনাটি ঝাড়খণ্ডের সরাইকেলা-খরসওয়ান জেলার গামহারিয়া থানার। অভিযুক্ত ওয়্যারলেস অপারেটর নীরজ লাকড়াকে গ্রেফতার করে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক-সহ পাঁচ পুলিশকর্মীকেও সাসপেন্ড করা হয়েছে। মহিলার অভিযোগ, ২৯ অক্টোবর রাতে স্বামীর সঙ্গে বিবাদের পর মারধরের আশঙ্কায় বাড়ি ছেড়ে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে আশ্রয় নেন তিনি। সেখান থেকেই মোবাইল ফোনে পুলিশের সাহায্য চান। খবর পেয়ে গামহারিয়া থানার পিসিআর ভ্যান তাঁকে উদ্ধার করে রাত প্রায় ১২টা নাগাদ থানায় নিয়ে আসে। কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা তাঁকে বিশ্রামের জন্য থানার পাশের একটি ঘরে থাকতে বলেন।

খোলা হাওয়া

2 November, 2026 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

২৭ অক্টোবর, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে কাব্যধ্বনির উদ্যোগে মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান। ছিল আবৃত্তি, গান, কবিতাপাঠ, শ্রুতি নাটক। পরিচালনায় অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পুজোর গান ও আগমনী

» সুরবাহারের নিবেদনে এবং বেঙ্গল ওয়েব সলিউশনের আয়োজনে, ১২ অক্টোবর, কলকাতার রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হয় ‘পুজোর গান ও আগমনী’ শীর্ষক সঙ্গীতানুষ্ঠান। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে বিভক্ত ছিল। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সংগীতশিল্পী অরিত্র দাশগুপ্তর ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশিত গান দিয়ে। তাঁদের নিবেদনে ছিল ‘আলো আমার আলো ওগো’, ‘আয়রে ছুটে আয় পুজোর গন্ধ এসেছে’, ‘মা মাগো মা আমি এলাম তোমার কোলে’, ‘ব্রজগোপী খেলে’, ‘এল নন্দের নন্দন’, ‘জাগো তুমি জাগো’। পুজোর গানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনেক স্মৃতি। বিশেষ করে কিছু গান জানান দেয়, পুজো এসে গেছে। আগমনী পর্বে অরিত্রর সুকণ্ঠে গাওয়া তেমন কিছু গান নিয়ে আসে পুজোর অনুভূতি। সঙ্গে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথায় ও আলোচনায় উঠে আসে দুর্গাপুজোর গৌরবময় অতীত স্মৃতি। আলোচনায় উঠে আসে বাণীকুমারের কথা। সেই সময়



রেডিওর অনুষ্ঠানে কীভাবে নতুনত্ব আনা যায়, সেই সব অতীত স্মৃতির কথা। দূরদর্শনে মহালয়ার অনুষ্ঠানে অভিনয় ও শুটিং পর্বের মজার অভিজ্ঞতাও তিনি ভাগ করে নেন। আবৃত্তি করেন কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতার অংশ বিশেষ, যা তাঁর কণ্ঠে অন্য মাত্রা পায়। আগমনী পর্বে অরিত্রর নিবেদনে ছিল ‘মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়’, ‘জাগো দুর্গতিনাশিনী অসুর দলনী দেবী দুর্গা’, ‘হে চিন্ময়ী’, ‘তবে অচিন্ত্য’, ‘এত গয়না বেটি কোথায় পেলি’, ‘গৌরী এলো’, ‘অয়ি গিরিনন্দিনি’। দ্বিতীয় পর্বের শুরুতেই ছিল, ‘সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা’ গানটির সমবেত পরিবেশনা। এই পর্বের বিশেষ আকর্ষণ ছিল পুজোর গান নিয়ে শ্রীকান্ত আচার্যর মূল্যবান আলোচনা। অরিত্রর নিবেদনে ছিল ‘ওই দূর দিগন্ত পারে’, ‘আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি’, ‘শোনো গো দক্ষিণ হাওয়া’, ‘এ নদী এমন নদী’, ‘বনে নয় মনে মোর’, ‘কেন তুমি বদলে গেছ’ গানগুলি।

মেঘদূত



» ২৯ অক্টোবর কলকাতার আইসিসিআর প্রেক্ষাগৃহে কলকাতা ময়ূর ললিত ডান্স অ্যাকাডেমির আয়োজনে পরিবেশিত হয় মহাকবি কালিদাস সৃষ্ট ‘মেঘদূত’। এই প্রতিষ্ঠানটি বিগত দুই দশক ওড়িশি নৃত্য এবং ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে নিযুক্ত। বর্তমান প্রজন্মকে রুচিশীল সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষিত করাই কর্ণধার দেবমিত্রা সেনগুপ্তের বিশেষ লক্ষ্য। তাই নিয়মিত এই সংস্থা উপস্থাপন করে নানারকম আখ্যান অবলম্বনে ওড়িশি ধারায় নৃত্যনাট্য। এবারের প্রযোজনায় অংশ নেন ৪০ জন শিল্পী। ‘মেঘদূত’-এ বিরহ কাতর যক্ষ এবং তাঁর প্রিয়ার ভূমিকায় সুবিকাশ এবং দেবমিত্রার নৃত্যাভিনয় অসামান্য। মেঘ এবং বিদ্যুৎয়ের ভূমিকায় সুরজিত, তুহিন, সুমন, অম্বিকা, আদৃজা, অর্চিতা নজর কাড়েন। মেঘের যাত্রাপথে বিভিন্ন নদী, শহর, জঙ্গল, বন, চর, বধূ, পশুপাখির চরিত্রে নৃত্যশিল্পীরা দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপনা উপহার দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন দেবমিত্রা সেনগুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালনা করেন স্নেহাশিস মজুমদার। সঙ্গীত পরিবেশনয় ছিলেন নির্মাল্য রায়, ভাষ্য পাঠে শাওন সেন। আলোক সম্পাত করেন নিত্য নস্কর।

সাহিত্য আসর

» ৩১ অক্টোবর, শনিবার, ‘কলকাতা যিশু’ পত্রিকার উদ্যোগে হাওড়ার পুরাশে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্য আসর। এই দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিজয়া সম্মিলনী। সেইসঙ্গে পালিত হয় শিশুশিল্পী আদৃতা ঘোষের জন্মদিন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজল সুর, ঊষসী সেনগুপ্ত, বাপি ঠাকুর চক্রবর্তী, সত্যব্রত মণ্ডল। এছাড়াও ছিলেন বিপ্লব ঘোষ, অসিত হাজরা, বুদ্ধদেব মণ্ডল, সোমনাথ চক্রবর্তী, অসীমকুমার ঘোষ, শিখা খাঁ, সৌহার্দ্য আদক, রাখী ঘোষ, সাগ্নিক ঘোষ প্রমুখ। সাহিত্য আলোচনার পাশাপাশি পরিবেশিত হয় কবিতাপাঠ, আবৃত্তি, গান, নাচ। প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্মারক উপহার। ছিল জলযোগের ব্যবস্থা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সম্পাদক সাতকর্ণী ঘোষ।



আকাশবাণীর গান



» সঙ্গীতশিল্পী সোমা দাসের কাছে মহালয়ার সূচনা মানেই রেডিওতে সম্প্রচারিত ‘মহিষাসুরমর্দিনী’-র সঙ্গীত। দুর্গাপুজোর প্রতীক্ষায় ভরা সেই শৈশবের সকালগুলো তাঁর কাছে অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও আবেগময় এক স্মৃতি হয়ে আছে। তিনি আকাশবাণী কলকাতার ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ অনুষ্ঠানের অন্যতম জনপ্রিয় গান ‘ওগো আমার আগমনী আলো’ প্রকাশ করলেন লন্ডন থেকে। তাঁর এই পরিবেশনা সেইসব শিল্পী ও সম্প্রচারকদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, যাঁরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মহালয়ার সেই আবহ ও চেতনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মূল গানটির রচয়িতা ছিলেন বাণী কুমার, কণ্ঠ দিয়েছিলেন শিপ্রা বসু এবং সুর করেছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। দুর্গাপুজোর আগেই গানটি মুক্তি পায়।

মূকাভিনয় উৎসব

» হাওড়া কলামঞ্জরী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালে। দেখতে দেখতে এই সংস্থা ৩৯ বছরে পদার্পণ করল। সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন সুমন মুখোপাধ্যায়। দেশ ও দেশের বাইরে তাঁর নানা মূকাভিনয় দর্শকদের নজর কেড়েছে। তিনি মূকাভিনয়ের জন্য ১৯৯২ সালে ন্যাশনাল স্কলারশিপ, ২০২৬ সালে সিনিয়র ফেলোশিপ পেয়েছেন। প্রতি বছরের মতো হাওড়ার রাম গোপাল মঞ্চে ২৯ অক্টোবর হাওড়া কলামঞ্জরীর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য মূকাভিনয় উৎসব। উৎসবে যেগুলি উপস্থাপিত হয় সেগুলো হল ‘চলা’, ‘ছেলেটা’, ‘গাছ ও মানব জীবন’ এবং ‘অন্ধ স্নেহ’। অভিনয়ে রক্তিম দোলুই, রিদম দোলুই, মণীশ সিং, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নিবেদিত মুখোপাধ্যায়। মূকাভিনয়ের গল্প, ভাবনা, পরিকল্পনা, অভিনয় এবং পরিচালনায় ছিলেন সুমন মুখোপাধ্যায়। আলো করেছেন মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ। সঞ্চালনায় ছিলেন চৈতি মজুমদার। সব মিলিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।



জাগোবাংলা
সারাটি জনপ্রিয় পথে সওয়াল



ম্যান ইউয়ের অনূর্ধ্ব ১৮ দলে নজর কাড়ছেন রুনি-পুত্র কাই

মাঠে ময়দানে

2 November, 2026 • Monday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩

২ নভেম্বর ২০২৬

সোমবার

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...



পরিবারের সদস্যদের পাশে নিয়ে ডর্টমুন্ড ম্যাচের পর ব্যালন ডি'অর ট্রফি দেখাচ্ছেন হ্যারি কেন।



অকল্যান্ডে ওয়ান ডে সিরিজ শুরুর আগে অনুশীলনে খোশমেজাজে বিরাট ও রোহিত।



প্রিমিয়ার লিগে হারের পর হতাশ ম্যান সিটির ফিল ফোডেন।



কিউয়িদের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজের প্রস্তুতিতে মগ্ন কেএল রাহুল।



রেসিংয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে সমর্থকদের সইয়ের আবদার মেটাচ্ছেন এমবাপে।



দু'জনেরই জোড়া গোল, ট্রেডমার্ক উদযাপন ইয়ামাল ও রাফিনহার।



ইপিএলে অঘটন ঘটিয়ে ব্রাইটনের খেলোয়াড়দের উচ্ছ্বাস।



পাঞ্জাবকে হারানোর পর জেলকোভিচকে আলিঙ্গন মোহনবাগান কোচ পানোসের।



ছেলেদের অনূর্ধ্ব ১৭ ফ্রেন্ডলিতে আমিরশাহীর সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল ভারত

এক বছর পর ইডেনে আজ রঞ্জি ম্যাচ

তিন-দুইয়ের ভাবনায় চোখ শামি, শাহবাজেই

প্রতিবেদন : কেরল ম্যাচে আঙুলে সামান্য চোট পেয়েছিলেন মহম্মদ কাইফ। এই একটা ইস্যু ছাড়া মহারাষ্ট্র ম্যাচে আর কোনও সমস্যা নেই বাংলার। আর এটাও এমন ইয়াবড় কিছু নয়।

রবিবাসরীয় প্রস্তুতির শেষে দুই-তিনের সম্ভাবনাই সিলমোহর পেয়েছে। দুই স্পিনার প্রদীপ্ত প্রামাণিক ও শাহবাজ আমেদ। তিন পেসার মহম্মদ শামি, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ও মহম্মদ কাইফ। না হলে বাঁহাতি পেসার গীত পুরি। উইকেটে ঘাস বিশেষ নেই। কোচ লক্ষ্মী অবশ্য বললেন একটু আছে। এখন নিউট্রাল কিউরেটর। তিনি যেমন দেবেন তাই। পরে বল হয়তো ঘুরবে।



অরুনলালের ক্লাসে শাহবাজরা। ইডেনে বাংলা-মহারাষ্ট্র ম্যাচের আগের দিন। - সিএবি চিত্র।

সকালে টানা প্র্যাকটিস করল বাংলা। লক্ষ্মী ও সহকারী কোচ সুরেন্দ্র ভাবে ছাড়াও ছিলেন অরুণ লাল। অরুণ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝালেন কীভাবে কঠিন ম্যাচ বের করে আনতে হয়। পয়েন্টের হিসাবে বাংলা মহারাষ্ট্রের থেকে ৬ পয়েন্টে এগিয়ে থাকলেও পৃথ্বী শ-র দলকে সমীহ করছেন অভিমন্যুরা। পৃথ্বী টানা ম্যাচ খেলার ধকলে প্র্যাকটিসে আসেননি। লক্ষ্মী বলেন, ও বড় প্লেয়ার। তবে রঞ্জি স্তরে সবাই ভাল।

মহারাষ্ট্র দলে ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, মুকেশ চৌধুরী নেই। ওরা নিউজিল্যান্ডে। সবমিলিয়ে পাঁচজন প্রথম দলের প্লেয়ারকে পাচ্ছে মহারাষ্ট্র। পৃথ্বী থাকলেও ফর্মে নেই। কিন্তু অঙ্কিত বানে, রাজবর্ধন হাঙ্গারগেকারের মতো ছন্দে থাকা তরুণ বোলাররা আছেন। বোলিং কোচ সামাদ ফালা এক যুগ আগে রঞ্জি সেমিফাইনালে বাংলাকে একা হাতে শেষ করেছিলেন। ফালা বলছেন, পুণের পাটা উইকেটে তাঁর তরুণ বোলাররা ১৮টি উইকেট নিয়েছেন। যা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে।

বঙ্গ শিবির চাইছে টপ অর্ডার রান করুক। অভিমন্যুর ব্যাটে একটা লম্বা ইনিংস চায় দল। সুদীপ কুমার ঘরামি ফর্মে থাকলেও সুদীপ চট্টোপাধ্যায় রানে নেই। লক্ষ্মীর আস্থা অবশ্য সুদীপের উপরেই। দল চায় অভিষেক পোড়েলের ব্যাটেও রান। তবে মিডল অর্ডারে শাহবাজ যা খেলছেন তাতে অবশ্য আশ্বস্ত হওয়ার কারণ রয়েছে। লক্ষ্মীর মনে হচ্ছে জাদেজার পর টেস্ট দলে শাহবাজের আসা উচিত। বোলিংয়ে অবশ্য সবথেকে ভরসার স্থল শামি। কোচের বক্তব্য, গোড়ালির চোট থেকে আসার পর থেকে নন স্টপ পারফরম্যান্স চলছে।

এদিকে, গত বছর অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে বাংলা ইডেনে গুজরাটের বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচ খেলেছিল। তারপর এই নভেম্বরের গোড়ায় মহারাষ্ট্র ম্যাচ। যার অর্থ, এক বছর পর ইডেনে রঞ্জি খেলবেন অভিমন্যুরা।

দলে বদলের ইঙ্গিত কামিন্সের



হ্যামিলটন, ১ নভেম্বর: আট বছর আগে কেপটাউনে বল বিকৃতিকাণ্ডের লজ্জা নিয়ে দেশে ফিরতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে। সেই কেপটাউনেই তৃতীয় টেস্টে হেরে ১-২ ব্যবধানে সিরিজ খুইয়ে ফিরতে হচ্ছে প্যাট কামিন্সদের। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলার পথে ধাক্কা খাওয়ার পর দলে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক। ডব্লিউটিসি পয়েন্ট তালিকায় নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার পিছনে তৃতীয় স্থানে নেমে এসেছে অস্ট্রেলিয়া। এমনকী তারা আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান হারিয়েছে। সিরিজের পর্যালোচনা করতে গিয়ে কামিন্স স্বীকার করেছেন, অস্ট্রেলিয়া গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। কামিন্স বলেছেন, আমরা এখনও ভাল টেস্ট দল। সিরিজে আমাদের জন্যও বেশ কিছু ভাল মুহূর্ত ছিল। আমরা দলের ভিতরেও কিছু প্রশ্ন করব, আলোচনা হবে। তিনি যোগ করেন, ডব্লুটিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে ফিরতে হলে আমাদের আরও ভাল খেলতে হবে। হয়তো খেলার ধরনে কিছু পরিবর্তন আসবে, দলেও পরিবর্তন হতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং বিপর্যয়কে লজ্জাজনক বলে মন্তব্য করেছেন ডেভিড ওয়ার্নার। ওয়ার্নার বলেছেন, এই ব্যর্থতা অস্ট্রেলীয় মানসিকতার পরিপন্থী। গোটা সিরিজজুড়ে ব্যাটাররা হতাশ করেছে। সামগ্রিকভাবে ব্যাটারদের পারফরম্যান্স লজ্জাজনক।

দুরন্ত জয়ে যাত্রা শুরু ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল ২ (ফাজিলা) **হো চি মিন সিটি ১ (আহন)**

প্রতিবেদন: প্রতিপক্ষ ছিল গত মরশুমে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলা ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটি। এমন একটা দলের বিরুদ্ধে দুরন্ত ফুটবল খেলে ২-১ গোলে জয় তুলে প্রথমবার নক আউটে খেলার স্বপ্ন দেখাচ্ছে মশাল গার্লস। জোড়া গোল করে ইস্টবেঙ্গলের জয়ের কারিগর ফাজিলা ইকওয়াপুট।



জোড়া গোলের উচ্ছ্বাস ফজিলার। রবিবার কিশোর ভারতীতে।

রবিবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে 'বি' গ্রুপের প্রথম ম্যাচেই মশাল জ্বালালেন লাল-হলুদের মেয়েরা। প্রাথমিক পর্বে দুরন্ত ছন্দে ছিল ইস্টবেঙ্গল। শেষ পাঁচ ম্যাচেই জয় পেয়েছিল মেয়েরা। সেই আত্মবিশ্বাস নিয়েই শুরু করে তারা। প্রথমার্ধে মাত্র একবারই ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার পান্থোই চানুকে গোল বাঁচাতে হয়েছিল। বাকি সময়ে সেভাবে পরীক্ষার মুখে পড়তেই হয়নি, এতটাই দাপট ছিল ফাজিলা, সৌম্যা গুগলোথদের। ২১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন ফাজিলা। ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা তখন পরপর আক্রমণ তুলে আনছে ভিয়েতনামের ক্লাবটির রক্ষণে। ৩৪ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ইস্টবেঙ্গল। এবারও সেই ফাজিলার গোল। রেস্টি নানজিরিরা সুযোগ নষ্ট না করলে বিরতির আগে ব্যবধান আরও বাড়াতে পারত ইস্টবেঙ্গল।

দ্বিতীয়ার্ধে ছবিটা বদলায়। হো চি মিন সিটি আক্রমণে ঝাঁজ বাড়ায়। তবে ইস্টবেঙ্গলের হাতেই ছিল ম্যাচের রাশ। তার মধ্যেই ৬০ মিনিটে ব্যবধান কমায় ভিয়েতনামের দল। হেডে গোল করেন ডি আহন। এরপর হো চি মিন সিটি ইস্টবেঙ্গল রক্ষণে চাপ বাড়ালেও দুর্গ অক্ষত রাখেন পান্থোইরা।

সাহালে অস্বস্তি, উপহার গোয়েঙ্কার

প্রতিবেদন : প্রথম ম্যাচে নর্থইস্টের কাছে হারের পর টানা তিন জয়ে আইএসএলের শীর্ষে উঠে এসেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। শনিবার পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও জয়ের পর বাগানে চিন্তা বেড়েছে সাহাল আব্দুল সামাদের চোটে। ফলে চোট, অসুস্থতার তালিকা বাড়ল দলে। পাশাপাশি, সবুজ-মেরুন সমর্থকদের দীপাবলির উপহার দিলেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। তিনি ঘোষণা করেছেন, যুবভারতীতে বৃহস্পতিবারের ওড়িশা এফসি ম্যাচে প্রত্যেক সমর্থক দু'টি করে টিকিট বিনামূল্যে পাবেন।



ফিজিক্যাল ট্রেনারের সঙ্গে সাহাল। -ফাইল ছবি

রবিবার সমাজমাধ্যমে গোয়েঙ্কার একটি বার্তা পোস্ট করা হয়েছে। লেখা হয়েছে, দীপাবলি হল আনন্দ, খুশির উৎসব। এই উপলক্ষ্যে আমরা প্রিয় সমর্থকদের জন্য একটি বিশেষ উপহার নিয়ে এসেছি। প্রত্যেক সমর্থক ওড়িশা ম্যাচের দু'টি করে টিকিট বিনামূল্যে পাবেন। সমর্থকেরাই মোহনবাগানের চালিকাশক্তি। উৎসবের আবহে চলুন আমরা আবার একত্রিত হই। আমাদের ঘরের মাঠকে সবুজ-মেরুন রঙে রাঙিয়ে তুলি। দীপাবলির অনেক শুভেচ্ছা জানাই।

রবিবার রাতে সাহালের চোটের স্ক্যান হওয়ার কথা ছিল। রিপোর্ট আসার পর স্পষ্ট হবে তাঁকে বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে ওড়িশার বিরুদ্ধে পাওয়া যাবে কি না। তবে মোহনবাগানের টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রে খবর, সাহালকে নিয়ে ঝুঁকি নেবে না দল। জেমি ম্যাকলারেন, মিগুয়েল ফিগুয়েরা ও আপুইয়াকে আন্তর্জাতিক উইন্ডোর আগে মাঠে দেখা যাবে না। ওড়িশা ম্যাচের পরই আন্তর্জাতিক উইন্ডো। জ্বরের পর শারীরিকভাবে দুর্বল থাকায় সম্ভবত নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচেও খেলবেন না আপুইয়া। তাঁর মেডিক্যাল রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে ফেডারেশনকে।

মুম্বইয়ের হার, জিতল গোয়া : ঘরের মাঠে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকেও ৩-২ হার মুম্বই সিটির। রবিবার মুম্বইকে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে হারাল স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি। আইএসএলের অন্য ম্যাচে ইন্টার কাশীকে ২-১ গোলে হারাল এফসি গোয়া।

হরমনপ্রীতের দাপটে জয়



হ্যাটট্রিকের পর হরমনপ্রীত।

জলন্ধর, ১ নভেম্বর : চলতি এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে ভারতীয় হকি দল। রবিবার টুর্নামেন্টের আরেক শক্তিশালী দল মালয়েশিয়াকে ৪-২ ব্যবধানে উড়িয়ে দিল এশিয়ান গেমসের সোনাজয়ীরা। অনবদ্য হ্যাটট্রিক করলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। চতুর্থ জয় তুলে নিল ভারত। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলতে শুরু করে টিম ইন্ডিয়া। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। তবে ম্যাচের দ্বিতীয় কোয়ার্টারেই ঘুরে দাঁড়ায় মালয়েশিয়া। সমতা ফেরান আখিমুল্লাহ আনুয়ার। কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই ফের একবার পেনাল্টি কর্নার থেকে দলকে এগিয়ে দেন হরমনপ্রীত। এগিয়ে গিয়ে চাপ বাড়ায় ভারত। ফলস্বরূপ, কোয়ার্টারের শেষে ব্যবধান ৩-১ করেন সুখজিত সিং। এরপর চতুর্থ কোয়ার্টারের শেষে তথা ৫৮ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন হরমনপ্রীত। শেষ মিনিটে শেলো সিলভেরিয়াস মালয়েশিয়ার হয়ে ব্যবধান কমালেও তাতে বিশেষ কিছুই লাভ হয়নি। এদিন জয়ের ফলে টানা ৪ ম্যাচ জিতে গ্রুপ টেবিলের শীর্ষেই রইল ভারতীয় দল। আজ সন্ধ্যায় গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হবে তারা।

জাগোবাংলা
সার্বজনীন শুভেচ্ছা সংবাদ



অধিনায়ক হওয়ার সব গুণ রয়েছে অভিষেকের, ছাত্রকে নিয়ে আশায় যুবরাজ

মাঠে ময়দানে

2 November, 2026 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫

২ নভেম্বর ২০২৬

সোমবার

সবাইকে খুশি করা আমার কাজ নয়

বৈভবের না খেলা নিয়ে গম্ভীর

অকল্যান্ড, ১ নভেম্বর : তরুণ ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশীকে একাদশে সুযোগ দেওয়া নিয়ে চলা জল্পনা ও বিতর্কের মুখে কড়া অবস্থান নিলেন ভারতীয় দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, সকলের মন জোগানো তাঁর কাজ নয়, বরং দলের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াই তাঁর মূল দায়িত্ব। গম্ভীর বলেন, সবার প্রথমে একটা কথা পরিষ্কার করে দিই সেটা হল, সবাইকে খুশি করা আমার কাজ নয়। আমার কাজ হল সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া, আর সেই কাজের জন্যই আমি এখানে রয়েছি। পাশাপাশি, তিনি আরও জানান, জনপ্রিয় কোনও একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই সহজ। আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং ড্রেসিংরুমের ভেতরে নিরাপত্তার পরিবেশ বজায় রাখা। দলে প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের অভাব নেই, তবে দীর্ঘ সময় ধরে যারা ভাল পারফরম্যান্স করে আসছে, দল গঠনে তাদের একটু বেশি সুযোগ বা অগ্রাধিকার দেওয়াটাই আমার কাছে যুক্তিযুক্ত।



সেইসঙ্গে সিরিজের শেষ টি-২০ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে গম্ভীর বলেন, এই মুহূর্তে আমার কাছে ঋষভ পন্থের বিষয়ে কোনও তথ্য নেই, পেলেই আপনাদের জানিয়ে দেব। যাঁরা জানেন না, তাঁদের জন্য বলছি, ইরানি কাপে অবশিষ্ট ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় পন্থ চোট পায়। প্রথম ইনিংসে একটি সুইপ শট খেলতে গিয়ে ও অস্বস্তিবোধ করে। চোট থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ নম্বরে ব্যাট করেছিল। তখন ও ফ্লু-র উপসর্গেও ভুগছিল, তাই কিপিংও করেনি।

অবশেষে খেতাব সিন্ধু ও লক্ষ্যের



সারব্রাকেন, ১ নভেম্বর : ব্যাডমিন্টনে একই দিনে জোড়া খেতাব। হাইলো ওপেনে চ্যাম্পিয়ন পি ভি সিন্ধু ও লক্ষ্য সেন। মেয়েদের সিঙ্গলসে গত জুলাইয়ে জাপান ওপেন জয়ের পর বছরের দ্বিতীয় খেতাব জিতলেন পি ভি সিন্ধু। রবিবার জার্মানির সারব্রাকেনে হাইলো ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হলেন দু'বারের অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় তারকা। তিনি হারালেন বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৫ নম্বরে থাকা হোজমার্ক কেয়ার্সফেল্ডকে। স্ট্রেট গেমে সিন্ধু জেতেন ২১-১২, ২১-১৪ ফলে। অন্যদিকে, ছেলেদের সিঙ্গলসে লক্ষ্য হারিয়ে দিলেন ইন্দোনেশিয়ার শক্তিশালী প্রতিপক্ষ জোনাথন ক্রিস্টিকে। লক্ষ্য স্ট্রেট গেমে জেতেন ২১-১৭, ২১-১০ ফলে। দীর্ঘ ট্রফির খরা কাটালেন লক্ষ্য।

সেরা প্রতিদ্বন্দ্বীরা হাইলোয় না থাকলেও সিন্ধুর সাফল্যকে ছোট করা যাবে না। ফরাসি ওপেনে বিশ্বের এক নম্বর কোরিয়ার আন সান ইয়ংয়ের কাছে হেরে খেতাব হাতছাড়া করার পর জার্মানিতে এই সাফল্য সিন্ধুর আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়াবে। এদিন শুরুতেই কেয়ার্সফেল্ড ৫-৩ ব্যবধানে এগিয়ে যান। তবে সিন্ধু এতে বিচলিত হননি। নিজের উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে ড্যানিশ শাটলারের বেসলাইন নির্ভর গেমকে আটকে দেন ভারতীয় তারকা।

ব্যাটিং নিয়ে বাবরকে বার্তা ইউসুফের



লাহোর, ১ নভেম্বর : বাবর আজমকে তাঁর খারাপ ফর্ম কাটিয়ে ওঠার জন্য বিশেষ পরামর্শ দিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন তারকা ব্যাটার মহম্মদ ইউসুফ। তাঁকে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে মনোনিবেশ না করে অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে নিজের ব্যাটিংয়ের টেকনিক্যাল ত্রুটিগুলি সংশোধন করার পরামর্শ দিয়েছেন ইউসুফ। শনিবার ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালেও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয়েছেন বাবর। টুর্নামেন্টে পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন হলেও তারকা ব্যাটারের খারাপ ফর্ম অব্যাহত। রবিবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে ইউসুফ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, দীর্ঘ সময় ধরে ছন্দ হারানো বাবরের সমস্যা সমাধানের জন্য কেবল প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলা যথেষ্ট নাও হতে পারে। প্রাক্তন ব্যাটার পোস্টে লিখেছেন, বাবরের এখন দক্ষিণ আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়া উচিত এবং পুরোপুরি নিজের ব্যাটিং নিয়ে কাজ করা উচিত। এটা তাকে সাহায্য করবে।

চ্যাম্পিয়ন আফগানরা

হংকং, ১ নভেম্বর : হংকং সিক্সেস জয় করল আফগানিস্তান। টুর্নামেন্টের ফাইনালে রবিবার শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়াকে ৪ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল আফগানরা। অজিদের দেওয়া লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মাত্র ৫.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১১৯ রান তুলে জয় নিশ্চিত করে গুলবাদিন নাইবরা। আফগানদের হয়ে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেন ইমরান মীর। তিনি মাত্র ১৪ বলে ৭টি ছক্কার সাহায্যে অপরাজিত ৫৩ রানের একটি ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। এছাড়া ফারমানুল্লাহ ৭ বলে ২৬ রান করে অপরাজিত থাকেন এবং ৫ বল বাকি থাকতেই দলের জয় নিশ্চিত করেন। অন্যদিকে, এদিনের প্লে-অফের ম্যাচে বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে পরাস্ত করেছে ভারত।

হারের ধাক্কা সামলে বড় জয় বার্সেলোনার

বার্সেলোনা, ১ নভেম্বর : সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১১ ম্যাচ জয়ের পর উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজির কাছে হেরে ধাক্কা খেয়েছিল বার্সেলোনা। এরপরই লা লিগায় এল ক্লাসিকোয় হারের স্বাদ পেতে হয় চ্যাম্পিয়নদের। জোড়া হার সামলে স্প্যানিশ লিগে ফের বড় জয়ে প্রত্যাবর্তন বার্সার। আহত সিংহের মতো প্রতিপক্ষ আলাভেসকে ৬-১ গোলে চুরমার করল হান্সি ফ্লিকের দল। সেইসঙ্গে লিগে ১১ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখল বার্সেলোনা। সমান ম্যাচে তিন পয়েন্ট পিছনে রিয়াল মাদ্রিদ। একই দিনে কিলিয়ান এমবাপেরা ৩-০ গোলে হারালেন রেসিংকে।





জোড়া গোলের উৎসব ইয়ামালের। পাশে রাফিনহা।

প্রতিপক্ষকে গোলের সুনামিতে ভাসানোর খেলায় বার্সাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন লামিনে ইয়ামাল ও রাফিনহা। দু'জনেই করেছেন জোড়া গোল। বাকি দু'টি গোল ফেরমিন লোপেজ ও পরিবর্ত হিসেবে নামা অ্যান্থনি গর্ডন। আলাভেসের হয়ে সান্ত্বনা গোলটি মারিয়ানো দিয়াজের। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল বার্সেলোনা। ৮ মিনিটেই ফেরমিনের পাস থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন রাফিনহা। ২৩ মিনিটে ইয়ামালের পাস থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফেরমিন। এরপর বিরতির ঠিক আগে (৪১ মিনিট) ফেরমিনের পাস থেকেই নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন রাফিনহা। বিরতির ঠিক আগে দুর্দান্ত একটি মুভমেন্ট থেকে গোল করে ৪-০ করেন মরশুমে দুরন্ত ছন্দে থাকা ইয়ামাল।

দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের খিদে কমেনি বার্সার। ৬৬ মিনিটে ইয়ামালের আরও একটি গোল। প্রথমে গোলটি অফসাইডের কারণে বাতিল হলেও পরে ভিএআর দেখে সিদ্ধান্ত বদলান রেফারি। এরপর সুপার সাব গর্ডন ৮১ মিনিটে গোলের খাতায় নাম লেখান।

সংকট বাড়লেও আশায় ক্যারিক



ম্যাঞ্চেস্টার, ১ নভেম্বর : চেলসির কাছে হারের পর পর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ম্যানেজার মাইকেল ক্যারিকের ভবিষ্যৎ সংকটে। শোনা যাচ্ছে, নতুন কোচের সন্ধানে নেমেছে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবটি। জার্মানির জুলিয়ান নাগেলসম্যান, নিউক্যাসেলের প্রাক্তন ম্যানেজার এডি হাও দৌড়ে রয়েছেন। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৯ ম্যাচে জয়হীন ইংল্যান্ডের অন্যতম সফল ক্লাবটির। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, প্রিমিয়ার লিগে অবনমনের আওতায় চলে যেতে পারে ম্যান ইউ। এত কিছুর পরেও কোচের পদ নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নন ক্যারিক। তাঁর আশা, মঙ্গলবার রোমার বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে তিনিই থাকবেন ডাগ আউটে।

স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে চেলসির কাছে ০-২ হারের পর ম্যান ইউ কোচকে প্রশ্ন করা হয়, রোমার বিরুদ্ধে তিনি দলের দায়িত্বে থাকবেন কি না! ক্যারিকের সংক্ষিপ্ত জবাব, হ্যাঁ। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনাকে গুরুত্ব না দিয়ে পরের রোমা ম্যাচের প্রস্তুতিতেই মন দিতে চান ব্রুনো ফার্নান্ডেজদের কোচ। তিনি বলেন, এখন আমি শুধু পরের ম্যাচের জন্য দলকে তৈরি করার কথা ভাবছি। আমরা বড় ক্লাব। কিন্তু ম্যাচ আমাদের জিততে হবে। সমর্থকেরা অনেক পরিশ্রম করেন। প্রচুর টাকা খরচ করে আমাদের খেলা দেখতে আসেন। তাঁদের জন্যই আমাদের ভাল খেলতে হবে।



শিকারি হওয়ার চেষ্টা করতে হবে, শিকার নয়, বললেন গ্লেন ফিলিপস

শেষ ম্যাচে হেরেও ভারতের সিরিজ

ভারত ১৯১/৮ (২০ ওভার)
নিউজিল্যান্ড ১৯৫/৩ (১৮ ওভার)





টি-২০ সিরিজ জিতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের উচ্ছ্বাস। ডানদিকে, সেডন পার্কে সাইফার্টের ঝড় অব্যহত। রবিবার হ্যামিল্টনের শেষ ম্যাচে।

হ্যামিল্টন, ১ অক্টোবর : স্কোর বই থেকে বড়জোর ম্যাচের রেজাল্ট পাওয়া যায়, তার বেশি নয়। তাই ভারত ৩-২-এ টি-২০ সিরিজ জিতলেও তাতে অনেক কিছু বলা নেই। এই যেমন গোটা সিরিজে গ্লেন ফিলিপসকে থামানো যায়নি। বোলিং এবং ফিল্ডিং তলানিতে নেমে গিয়েছে। এত ঢক্কানিনাদ টপ অর্ডার নিয়ে, সেটাও চোখে পড়ার মতো ব্যর্থ। আর এসবের মধ্যে সেডন পার্কে শেষ ম্যাচে শ্রেয়সরা হেরে গেলেন ৭ উইকেটে।

নিউজিল্যান্ডের দরকার ছিল ১৯২ রান। তারা দুই ওভার বাকি রেখে জয়ে পৌঁছে গিয়েছে। ইডেনে টি-২০ বিশ্বকাপে ফিন অ্যালেনের সঙ্গে ঝড় তোলা টিম সাইফার্ট করেছেন ৯৩ রান। ৫০ বলের ইনিংসে ১১টি চার ও পাঁচ ছক্কা। তাঁর সামনে ভারতীয় বোলিং সুবিধা করতে পারেনি। অ্যালেন (২) আর ড্যারেল মিচেল (২৯) রান পাননি। কিন্তু ওরা ফিরে যাওয়ার পর সাইফার্ট আর ফিলিপস (৬৫ নট আউট) ঝড়ের গতিতে রান তুলে দেন। সাইফার্টের দুর্ভাগ্য, ৭ রানের জন্য সেঞ্চুরি পাননি। কিন্তু শেষ ম্যাচে জিতেও তিনি আর ফিলিপস সিরিজের ট্র্যাজিক হিরো থেকে গেলেন।

নাকল বল শব্দটা হারিয়ে গিয়েছিল। হ্যামিল্টনে শুধু ফিরে আসেনি, ভারতীয়দের চাপে ফেলেছে। এটা এমন উইকেট যেখানে বল স্লো এল, মুভ করল। উইকেট থেকে বাড়তি গতি আর বাউন্সও পাওয়া গেল। ঠিক এটাই কাজে লাগালেন অ্যাডাম মিলনে, ব্লেয়ার টিকনার আর নাথান স্মিথ। মিলনে নাকল বলের দারুণ ব্যবহার করলেন। ওরা বলের গতি বাড়িয়ে-কমিয়ে চাপ তৈরি করেছিলেন। মিলনের ১৯ রানে ৪ উইকেট। বাকি দুজনের দুটি করে উইকেট। যার নিট ফল ভারত দুশোও পার করতে পারেনি। ২০ ওভারে ১৯১/৮।

১৯ রানে দুই উইকেট চলে যাওয়ার পর একটা পার্টনারশিপ হল। কিন্তু সেটা ভেঙে যাওয়ার পর ব্যাটিং আর দাঁড়ায়নি ভারতের। সেডন পার্কের ডাবল পেসড উইকেটের সঙ্গে শ্রেয়স, তিলকরা মানিয়ে নিতে পারেননি। শট আগে খেলছেন, বল পরে আসছে। এই ছিল পরিস্থিতি। মুশকিল হচ্ছে যে গম্ভীরের দলের এই সদস্যরা চারটি ম্যাচ খেলে হ্যামিল্টনে নেমেছিলেন। কিন্তু এখনকার উইকেট নিয়ে কোনও ধারণা নিতে পারেননি।

হ্যামিল্টন নিউজিল্যান্ডের বড় শহর। এখানকার স্টেডিয়াম ছোট-বড়র মাঝামাঝি। কিন্তু ফাঁক খুঁজে শট খেলতে ব্যর্থ হলেন ব্যাটাররা। নিউজিল্যান্ড একদিনের সিরিজের কথা মাথায় রেখে দলে পরিবর্তন করে নেমেছিল। তার মধ্যে নাথান স্মিথ বেশ ভাল বল করলেন। অ্যাডাম মিলনেও অসাধারণ। নিউজিল্যান্ড বোলাররা স্লো উইকেটে গতি বাড়িয়ে কমিয়ে বল করলেন। ফলে কিছুতেই শট অ্যাডজাস্ট করতে পারেননি তিলক, ঈশানরা।

বিস্তর চর্চা হয়েছিল গম্ভীরের টিম কম্বিনেশন নিয়ে। প্রশ্ন ছিল, কেন বৈভবকে রান করার পরও খেলানো হচ্ছে না। গম্ভীর এসব কানে তোলেন না। ফলে বৈভব সেই বাইরেই থাকল। তবে একটা ঘটনা ঘটেছে। চার ম্যাচ বসিয়ে রাখার পর এখানে ফেরানো হল রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীকে। এই ফর্ম্যাটে তাঁকে ব্যাটাররা সমীহ করেন। কিন্তু সেই তাঁকেও চার ম্যাচ বসে থাকতে হল। তবে ভুবনেশ্বরকে অবশ্য শেষ ম্যাচে ফিরিয়ে আনা হল।

নিউজিল্যান্ড টসে জিতে ভারতকে ব্যাট করতে দিয়েছিল। ১৯ রানের মধ্যে দুটি উইকেট তুলে নেয় তারা। সঞ্জু ৪, অভিষেক ১ রানে ফিরে যান। এরপর ঈশান (৬১) আর শ্রেয়স (৫০) মিলে ৯৩ রান তুলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেছিলেন। কিন্তু যখন এঁদের থেকে বড় রানের দরকার ছিল তখনই দুজনে আউট হয়ে যান। শর্ট বলে ওভাবে চালানোর দরকার ছিল না। ঈশান সেটাই করেন। তিলক ৬, নীতীশ ২২ রান করেছেন। একটা ছোট পার্টনারশিপ হল। এরপর নমন ধির ৩৩ রান করেছেন, কিন্তু তাঁকে এবার বড় ইনিংস খেলতে হবে।

একটা আস্ত সিরিজে কুলদীপ যাদব, শিবম দুবে ম্যাচ পেলেন না। বরুণের কপালে জুটল একটি ম্যাচ। বৈভব খেলল দুটি ম্যাচ। ভুবনেশ্বর তাও এদিন খেললেন। কিন্তু ৪১ রান দিয়ে উইকেট নেই। কে জানে এমন প্রত্যাবর্তন তিনি চেয়েছিলেন কিনা।

আরও ভাল করতে পারতাম আমরা
ফিল্ডিংয়ের দোহাই শ্রেয়সের

হ্যামিল্টন, ১ অক্টোবর : এটা ক্লোজ ম্যাচ হতে পারত। আরেকটু ভাল করতে পারতাম আমরা। কিন্তু মোমেন্টাম নষ্ট করেছি। খেলার পর বললেন শ্রেয়স আইয়ার।

সিরিজ জিতেও হতাশ লাগল তাঁকে। ৩-০ থেকে ৩-২ হলে এমনই হওয়ার কথা। রবি শাস্ত্রী বলেছিলেন ভারত ২০ রান কম করল। কিন্তু খেলার পর মনে হল ২০ নয়, আরও বেশি রান দরকার ছিল। শ্রেয়স বললেন, আমাদের এই রানটাও খারাপ ছিল না। বোলিং আর ফিল্ডিং আরেকটু ভাল হলে ক্লোজ ম্যাচ হত।



শ্রেয়সদের এই উচ্ছ্বাস বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। রবিবার।

গোটা সিরিজে নিউজিল্যান্ড ১৪টি ক্যাচ ফেলেছে। যেটা অভাবনীয়। মিচেল স্যান্টনার বলছিলেন, ব্যাটিং আর বোলিং এত ভাল হওয়ার পর ফিল্ডিং খুব খারাপ হয়েছে। আমরা আগেই জানতাম এটা কঠিন সিরিজ। ভারত খুব শক্তিশালী দল। শ্রেয়স আর ঈশান খেলার সময় মনে হচ্ছিল বড় রান হবে। তবু জিতলাম। এখন মনে হচ্ছে সিরিজ হাতছাড়া হলেও কিছু পজিটিভ পেয়েছি।

ম্যাচের সেরা অ্যাডাম মিলনে জানালেন তিনি পরিকল্পনা করে বল করেছেন। গ্লেন ফিলিপস বললেন বরুণ খেলায় তিনি বাড়তি সতর্ক ছিলেন। এই পারফরম্যান্স তাঁকে একদিনের সিরিজে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে বলেও মনে করেন ফিলিপস। এদিকে, শ্রেয়স আরও বলছিলেন, বিদেশে সব ম্যাচই চ্যালেঞ্জ। আমার উচিত ছিল ইনিংসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমাদের ফিল্ডিং আরও ভাল করতে হবে। এছাড়া সুদূর নিউজিল্যান্ডে এত সমর্থন পেয়ে তিনি যে আপ্লুত, সেটাও জানালেন।

বয়েলের সেঞ্চুরি, ব্যাকফুটে ভারত

ক্রাইস্টচার্চ, ১ নভেম্বর: দ্বিতীয় টেস্টে খানিকটা ব্যাকফুটে চলে গেল ভারতীয় 'এ' দল। ম্যাথিউ বয়েলের অপরাজিত শতরান (১০৭) এবং ডিন ফক্সক্রফটের (৮০) ব্যাটের ওপর ভর করে দ্বিতীয়দিনের শেষে ৩ উইকেটের বিনিময়ে ২১৮ রান তুলেছে নিউজিল্যান্ড 'এ' শিবির। তবে এখনও পর্যন্ত ১২৮ রানে পিছিয়ে রয়েছে তারা। ভারতের হয়ে ২টি উইকেট পান মুকেশ কুমার, আর একটি উইকেট গিয়েছে মহম্মদ সিরাজের ঝুলিতে। আজ দ্রুত উইকেটে না তুলতে পারলে ম্যাচে চালকের আসনে বসে যেতে পারে কিউয়িরা। কারণ, তাদের লক্ষ্য থাকবে দ্রুত রান তুলে নেওয়া। রবিবার অধিনায়ক ধ্রুব জুরেলের সেঞ্চুরি (১০৫) এবং আকাশদীপের (৬৮) অর্ধশতরানের দৌলতে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩৪৬ রানে।

হাজারে ট্রফিতে খেলবেন রোহিত



মুম্বই, ১ নভেম্বর : বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন রোহিত শর্মা। তিনি মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে একথা জানিয়েছেন। ২০২৭ বিশ্বকাপে রোহিতের খেলা মোটামুটি নিশ্চিত। তিনি তাই ঘরোয়া একদিনের টুর্নামেন্টে খেলে নিজেকে তৈরি রাখতে চান। এর আগে বোর্ড থেকে বলা হয়েছিল যে ২০২৭ বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে হবে। ৩৮ বছরের রোহিত তাতে সাড়া দিয়েছেন। হাজারে ট্রফি প্রাথমিক পর্ব শুরু হবে ১৪ ডিসেম্বর। চলবে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের একটি সূত্র জানিয়েছে, রোহিত তাদের ঘরোয়া একদিনের এই টুর্নামেন্টে খেলার কথা জানিয়েছেন। তবে তিনি ক'টি ম্যাচ খেলবেন সেটা পরিষ্কার করেননি। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বর্তমানে নিউজিল্যান্ড সফরে রয়েছেন। সেখানে পাঁচটি একদিনের ম্যাচ খেলবেন। প্রথম ম্যাচ ৪ নভেম্বর বুধবার। নিউজিল্যান্ডের পর ভারতের একদিনের সিরিজ রয়েছে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে। তিনটি ম্যাচ হবে ঘরের মাঠে ১৩-১৯ ডিসেম্বর। রোহিত জানিয়েছেন এরপর তিনি ঘরোয়া টুর্নামেন্টে খেলতে পারবেন। তবে গ্রুপ স্টেজে খেললেও পরে তাঁকে পাওয়া যাবে কিনা পরিষ্কার নয়। নক আউট পর্ব হবে ২-৮ জানুয়ারি। গতবছর জয়পুরে রোহিত হাজারে ট্রফির দুটি ম্যাচে খেলেছিলেন। তাঁর আগে খেলেছিলেন ২০১৮-তে।